বোখারী শরীফ

[বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা]

চতুর্থ খণ্ড

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার
ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা
বর্তমান শায়খুল হাদীছ, জামেয়া রহমানিয়া,
সাত মসজিদ মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক অনূদিত

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَالصَّلٰوةُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার।

وَالسَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِيْنَ

দরূদ এবং সালাম সমস্ত নবী ও রসূলগণের প্রতি

خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ
وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

বিশেষত ঃ নবী ও রসূলগণের সর্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি– যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ ۔ وَعَلٰى اٰلِهٖ
وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সর্বশেষ নবী – তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ
بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের যত খাটি ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী দলভুক্ত বানাইবেন নিজ কৃপাবলে, হে দয়াময় সর্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْن ! اٰمِيْن !! اٰمِيْن

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবীদের ইতিহাস	১
হযরত আদম (আঃ)	১
আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা	২
আদম সৃষ্টির সিদ্ধান্ত ঘোষণা	২
হযরত আদমের সৃষ্টি	৩
আদম (আঃ) ও ফেরেশতাদের প্রতিযোগিতা	৬
প্রতিযোগিতার ফলাফল	৮
ইবলিসের পরিচয়	৯
ইবলিসের দৌরাত্ম্য	১০
হযরত হাওয়ার সৃষ্টি	১৪
আদম ও হাওয়ার বেহেশতে বসবাস	১৪
ইবলিস কর্তৃক তাঁহাদের প্রতারিত হওয়া	১৬
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া	১৮
বেহেশতী পোশাক ছিন্ন হওয়া	১৮
বেহেশত হইতে বাহির হওয়ার আদেশ	১৯
অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা	১৯
ফল খাওয়া সম্পর্কে মা হাওয়ার ভূমিকা	২৩
হযরত আদমের ইতিহাসে শিক্ষা	২৬
বিশ্বমানব সকলই আদমের বংশধর	২৯
হযরত নূহ (আঃ)	৩৩
হযরত নূহের আবেদন ও জাতির উত্তর	৩৫
তর্জমা সূরা নূহ	৪৩
হযরত নূহের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বিষয়	৪৪
হযরত নূহের পক্ষে আমাদের সাক্ষ্য	৪৫
কেয়ামতের দিনের একটি ঘটনা	৪৬
হযরত ইলিয়াস (আঃ)	৪৭
হযরত ইদ্রিস (আঃ)	৪৮
হযরত হুদ (আঃ)	৪৮
আ'দ জাতির ধ্বংস	৫২
আ'দ জাতির ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ	৫৪
হযরত ছালেহ (আঃ)	৫৫
সামুদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী	৫৬
জুল কারনাইন	৬৩
ইয়াজুজ-মাজুজ	৬৬
জুল কারনাইন এস্কান্দারের প্রাচীর	৬৯
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)	৭৪
অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার বিবরণ	৮৩
পুত্র কোরবানীর ঘটনা	৮৬
কাফের রাজা ও বিবি ছারার ঘটনা	৮৮
বিবি হাজেরার বনবাস	৯৩
নমরূদের সঙ্গে বাহাস	৯৯
ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে ঘোষণা	১০১
মোশরেকদের কুসংস্কার	১০৪
ঝাড়-ফুঁকের দোয়া	১০৬
হযরত লুত (আঃ)	১০৭
হযরত ইসমাঈল (আঃ)	১০৮
হযরত ইসহাক (আঃ)	১০৯
হযরত ইয়াকুব (আঃ)	১১৬
হযরত ইউসুফ (আঃ)	১১৬
সূরা ইউসুফের অনুবাদ	১১৬
প্রকাশ্য সূচনা	১১৭
ঘটনা আরম্ভ	১১৮
ইউসুফকে কূপে ফেলিবার ঘটনা	১১৮
পিতার নিকট মিথ্যা প্রবঞ্চনা	১১৯
কূপ হইতে বাঁচিয়া আসা	১১৯
মিসরে ইউসুফের প্রাথমিক অবস্থা	১১৯
ইউসুফের পরীক্ষা	১২০
সত্যের জয়	১২০
ইউসূফ কর্তক এক বিরাট আদর্শ	১২০
ইউসুফ (আঃ) কারাগারে	১২১
জেলখানায় তবলীগ	১২২
কারাগার হইতে বাহির হওয়া	১২২
ইউসুফের আত্মমর্যাদাবোধ	১২২
ইউসুফের সততার সাক্ষ্য	১২৩
ইউসূফের উক্তি	১২৪
মিসর রাজ্যে ক্ষমতালাভ	১২৫
ইউসুফ সমীপে ভাইগণ	১২৫
ভ্রাতাগণের প্রত্যাবর্তন	১২৬
দ্বিতীয়বার ভ্রাতাগণের মিসর যাত্রা	১২৬
ইউসুফের সমীপে বিনইয়ামীন	১২৭
বিন্‌য়্যামীনকে রাখার ব্যবস্থা	১২৮
বিন্‌ইয়ামীনকে ছাড়াইবার চেষ্টা	১২৮
ইউসুফের পরিচয় দান	১২৯
ভ্রাতাগণের ক্ষমা প্রার্থনা	১২৯
পিতা কর্তৃক ইউসুফের সুঘ্রাণ প্রাপ্তি	১৩০
সকলের ইউসুফের নিকট উপস্থিতি	১৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ইউসুফের দোয়া	১৩১
হযরত আইউব (আঃ)	১৩১
শয়তানের কষ্টযাতনায় ফেলিয়াছে	১৩৪
হযরত মূসা (আঃ)	১৩৬
হযরত মূসার জন্ম	১৩৬
হযরত মূসার মিসর ত্যাগ	১৩৯
হযরত মূসার নবুয়ত প্রাপ্তি	১৪২
ফেরাউনের নিকট মূসা ও হারুনের উপস্থিতি	১৪৭
হযরত মূসা যাদুকরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা	১৫৩
যাদুকরগণের ঈমান	১৫৫
বনী-ইস্রাফীলের মধ্যে ঈমানের বিস্তার	১৫৭
বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নামাযের ব্যবস্থা	১৫৮
মূসা ও বনী ইস্রাফীলের প্রতি	১৫৮
ফেরাউন গোষ্ঠীর উপর গজব	১৫৮
ফেরাউনকে নসীহত	১৬২
ফেরাউনের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি	১৬৪
এক মোমেন ব্যক্তির আহ্বান	১৬৪
ফেরাউনের আস্ফালন	১৬৫
ফেরাউনের প্রতি বদদোয়া	১৬৬
ফেরাউনের ধ্বংস কাহিনী	১৬৭
ইহকালের আযাবের সঙ্গে পরকালের অভিশাপ	১৬৮
ধ্বংসের বিস্তারিত ইতিহাস	১৬৮
ফেরাউনের ধ্বংসের ঘটনাস্থলের মানচিত্র	১৭০
মুক্তি লাভের পর বনী ইস্রাঈল	১৭৪
হযরত মূসার তূর পর্বতে গমন	১৭৫
বনী-ইস্রায়ীলদের বাছুর পূজা	১৭৬
বাছুর পূজারীদের তওবা	১৮১
তৌরাত সম্পর্কে তাহাদের গড়িমসি	১৮২
তীহ্ প্রান্তরের ঘটনা	১৮৬
হীহ্ প্রান্তরে মাবুদের দয়া	১৮৮
তীহ্ প্রান্তরে পানির ব্যবস্থা	১৮৮
তীহ্ প্রান্তরে খাদ্য ও ছায়ার ব্যবস্থা	১৮৯
আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি উপেক্ষা	১৯০
তীহ্ প্রান্তরে আবদ্ধ জীবন সমাপ্তির পর	১৯০
গরু জবেহ করার ঘটনা	১৯২
হযরত মূসার প্রতি অপবাদ	১৯৩
কারূণের ঘটনা	১৯৫
হযরত মূসা ও খেজেরের ঘটনা	১৯৭
রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে মূসার মোলাকাত	১৯৮
হাশরের মাঠে হযরত মূসা (আঃ)	
হযরত শোয়ায়েব (আঃ)	

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভৌগোলিক বিবরণ	১৯৮
মাদইয়ানবাসীর অবস্থা	১৯৯
মাদ্ইয়ানবাসীর উপর গজব	২০০
হযরত ইউনুস (আঃ)	২০০
নিনওয়াবাসীদের অবস্থা	২০৬
ইউনুস (আঃ) -এর ইতিহাসে শিক্ষা	২০৮
হযরত দাউদ (আঃ)	২১০
হযরত দাউদের (আঃ)-এর বংশ	২১১
যহরত দাউদের বৈশিষ্ঠ	২১৪
হযরত দাউদের একটি ঘটনা	২১৪
হযরত সোলায়মান (আঃ)	২১৭
জ্বিন, পাখী ও বাতাসের উপর ক্ষমতা	২২২
পাখীদের ভাষা বুঝিবার শক্তি	২২৩
পিপীলিকার ঘটনা	২২৪
শিক্ষণীয় বিষয়	২২৫
বিলকীস রাণীর ঘটনা	২২৬
রাণীর পরিচয় ও তাহার	২২৬
সোলায়মান (আঃ)-এর আশ্চর্য ঘটনা	২৩০
হযরত সোলয়মানের মৃত্যুর ঘটনা	২৩৩
হযরত লোকমান (আঃ)	২৩৬
হযরত যাকারিয়া (আঃ)	২৩৯
হযরত ইয়াহ্য়া (আঃ)	২৪১
হযরত ঈসা (আঃ)	২৪৪
মারয়ামের জন্ম বৃত্তান্ত	২৪৬
হযরত যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে মারইয়াম	২৪৭
মারইয়ামের উচ্চমর্যাদা	২৫০
মরইয়ামের গর্ভবতী হওয়া বৃত্তান্ত	২৫১
হযরত ঈসাকে খোদার পুত্র বানাইবার রহস্য	২৫৬
ঈসা ও মরইয়াম উভয়ে আল্লাহর বান্দা ছিলেন	২৫৭
আলোচ্য বিষয়ে ঈসা (আঃ) কর্তৃক বিবৃতি	২৬০
নাসারাদের যুক্তি-তর্কের বিষয়বস্তু	২৬২
পাদ্রীদের বিশেষ প্রতিনিধি দল	২৬৫
মোজেযা পয়গম্বরের জন্য আল্লাহরই দান	২৭০
আসমান হইতে খাদ্য লাভের মোজেযা	২৭১
ঈসা কর্তৃক মোহাম্মদ (সঃ) এর সুসংবাদ প্রচার	২৭৩
হযরত ঈসার জাগতিক জীবনের শেষ বৃত্তান্ত	২৭৩
হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া লওয়া প্রসঙ্গে	২৭৬
সাধারণ প্রশ্ন ও উহার উত্তর	২৭৮
আসমান হইতে হযরত ঈসার অবতরণ	২৮০

بسم الرحمن الرحيم

(রহমানুর রাহীম আল্লাহর নামে)

সপ্তদশ অধ্যায়

নবীদের ইতিহাস

আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে বহু সংখ্যক নবী পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক নবী আলাইহিমুস সালামের কোন কোন ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। যেসব নবীর উল্লেখ পবিত্র কোরআনে বিদ্যমান আছে, তাঁহাদের ভিন্ন আরও নবী যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎসম্পর্কেও পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ـ

"(হে মুহাম্মদ (সঃ)!) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম যাঁহাদের মধ্য হইতে অনেকের বিভিন্ন ঘটনা আপনাকে জ্ঞাত করিয়াছি এবং এমনও অনেক ছিলেন যাঁহাদের সম্পর্কে আপনাকে কিছুই জ্ঞাত করি নাই।" (পারা– ২৪; রুকু– ১৩)

নবীগণের সর্বমোট সংখ্যা কত সে সম্পর্কে অবশ্য একখানা হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রসূল ও নবীগণের সর্বমোট সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার; কিন্তু উপরোল্লিখিত আয়াতের দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, রসূলগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক এইরূপও ছিলেন, যাঁহাদের বয়ান হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জ্ঞাত করান হইয়াছিল না। তাই উক্ত হাদীছখানা নবীগণের সংখ্যা নির্ধারণ ব্যাপারে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ফয়সালাকারক অথচ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যত নবী পয়গম্বর দুনিয়াতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বরহক ও সত্য হওয়া সম্পর্কে ঈমান রাখা ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং পয়গাম্বরগণের সংখ্যা নির্ধারণ না করিয়া এইরূপ ঈমান রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তাআলা যত পয়গাম্বর জগতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত খাঁটি ও সত্য ধর্মবাহক, আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিস্বরূপ মানুষ। তাঁহারা গোনাহ হইতে মুক্ত ও পাক-পবিত্র ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে নবীগণের উল্লেখ রহিয়াছে, ইমান বোখারী (রঃ) এই অধ্যায়ে সেই নবীগণ সম্পর্কেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

হযরত আদম (আঃ)

নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী, বরং মানব জাতির আদি পিতা এবং আল্লাহর কুদরতের সৃষ্ট সর্বপ্রথম মানুষ ছিলেন হযরত আদম (আঃ)। আল্লাহ তাআলা মাটি দ্বারা স্বীয় বিশেষ কুরতবলে সর্বপ্রথম আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতপর তাঁহারই শরীরের এক অংশ দ্বারা তাঁহার জোড়া মা হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পিতা আদম ও মা হাওয়া হইতেই বিশ্বজোড়া মানব জাতির সৃষ্টি।

হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনাবলী ও আদি ইতিহাস পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে বর্ণিত হইয়াছে; সেই সব ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা

আসমান-যমীন ইত্যাদি তথা বিশ্বজগতকে আল্লাহ তাআলা পূর্বেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে রহিয়াছে। অতপর যখন আল্লাহ তাআলা আদমকে এই ভূমণ্ডলে স্বীয় খলীফা বা প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিলেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি তাঁহার এই ইচ্ছা ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন।

ফেরেশতা হইলেন নূর বা আলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও বিশেষ পাক-পবিত্র জীব। পাপ বা নাফরমানীর প্রবৃত্তির লেশ মাত্রও তাঁহাদের মধ্যে নাই, তাঁহারা সর্বদা সৃষ্টিকর্তা প্রভু আল্লাহ তাআলার ফর্মাবরদারী, আজ্ঞা বহন এবং তাঁহার এবাদত-বন্দেগী প্রশংসা ও মহিমা জপ করিয়া থাকেন– ইহা তাঁহাদের সৃষ্টিগত স্বভাব। তাঁহারা যখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা জানিতে পারিলেন যে, আল্লাহ তাআলা অন্য এক জীব সৃষ্টি করিতেছেন, তখন তাঁহারা বিশেষ আসক্ত ভক্ত অনুরক্ত ভৃত্য দাসের ন্যায় নিজেদের ফেদাইয়ত বা প্রভুর সন্তুষ্টি বিধানে আত্ম-বিলীনের ঘোষণাদানপূর্বক প্রভুর দরবারে আরজ করিলেন– ওহে প্রভু! অন্য জীব সৃষ্টি হইলে তাহারা হয়ত তোমার নাফরমানীতে লিপ্ত হইবে; সদা-সর্বদা তোমার মহিমা জপের জন্য আমরাই ত প্রস্তুত রহিয়াছি।

এখানে আল্লাহ তাআলার মূল ইচ্ছা এবং ফেরেশতাদের ধারণার মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল। আল্লাহ বলিয়াছেন খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করিবেন, আর ফেরেশতাগণ বলিতেছিলেন, মহিমা জপের কাজ সমাধা করিবেন। এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য এবং ফেরেশতাদের মধ্যে যে আল্লাহ তাআলার খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা নাই– আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের মধ্যে সেই কাজের যোগ্যতা সৃষ্টি করেন নাই, সেই দিকে ফেরেশতাগণের লক্ষ্য ছিল না; অথচ আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে ঐ বিষয়টিই ছিল প্রধান এবং সেই জন্য খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের জন্য জীব সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিতেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে তাহাদের অজ্ঞতার কথা বলিয়া দিয়া স্বীয় বিজ্ঞপ্তির আলোচনা সাময়িকভাবে ক্ষান্ত করিয়া দিলেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত বিষয়ের বর্ণনা এইরূপ–

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۔ قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۔ قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ ۔

তোমরা স্মরণ কর তখনকার ঘটনা যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি দুনিয়াতে একজন খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। তখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিলেন, আপনি কি দুনিয়াতে এমন জাতি সৃষ্টি করিতে চাহেন, যাহারা তথায় ফেতনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবী করিবে? অথচ আমরাই ত আপনার মহিমা জপ ও পবিত্রতা বয়ান করিয়া থাকি। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি যেসব গোপন বিষয় অবগত আছি তোমরা তাহা অবগত নও। (পারা–১; রুকু– ৪)

আদম সৃষ্টির স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনা মুলতবী করিয়া দিয়া অতপর তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আদম সৃষ্টি করার স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন যে, আমি আদম সৃষ্টি করিবই। এমনকি আদম সৃষ্টি করার পর ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ফেরেশতাগণ যে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে

আদিষ্ট হইবেন এবং তাঁহাদিগকে তাহা পালন করিতে হইবে; আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে সে সম্পর্কেও সতর্ক করিয়া দিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۔ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۔

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের সম্মুখে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করিব একটি মানব দেহ বিকৃত দুর্গন্ধময় কর্দমে তৈয়ার খন্ খন্ শব্দাকারক শুষ্ক মাটি হইতে। যখন আমি উহা সম্পূর্ণ করিয়া সারিব এবং উহার মধ্যে আমার বিশেষ সৃষ্টি আত্মা বা রূহ প্রদান করিব, তখন (ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আমার আদেশ আসিলে) তোমাদিগকে তাহার প্রতি সেজদা (বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন) করিতে হইবে। (সূরা হেজ্‌র পারা– ১৪; রুকু– ৩)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۔ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۔

স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণকে লক্ষ্য করিয়া তোমার প্রভু ঘোষণা করিলেন, নিশ্চয় আমি একটি মানুষ কর্দম দ্বারা তৈয়ার করিব। আমি যখন উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া সারিব এবং উহার মধ্যে আত্মা বা রূহ্ প্রদান করিব তখন (ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আমার আদেশে) তোমাদিগকে তাহার প্রতি সেজদা (বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন) করিতে হইবে। (সূরা সোয়াদঃ পারা–২৩; রুকু-১৪)

হযরত আদমের সৃষ্টি

মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর দেহকে আল্লাহ তাআলা মাটির দ্বারা তৈয়ার করিবেন, তাহা পূর্ব বর্ণিত আয়াতদ্বয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ঘোষণায়ই জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে এক হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তাআলা আদমকে যেই মাটিটুকু দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন, সেই মাটিটুকু ভূমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল (যাহার মধ্যে লাল, সাদা, কাল এবং নরম, শক্ত, মন্দ ও ভাল বিভিন্ন রকমের মাটি ছিল) যার ফলে আদম সন্তানগণ লাল, সাদা, কাল, নরম এবং শক্ত ও ভাল-মন্দে বিভক্ত হইয়াছে।–

(মেশকাত শরীফ)

ঐ মাটি সম্পর্কে আরও তথ্য এই জানা যায় যে, প্রথমে ঐ মাটিকে পচা কর্দমে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হয়। যখন উহা (কুমারের মাটির ন্যায়) চটচটে আঠাল রূপধারণ করে, তখন উহা শুকানো হয়। ঐ মাটি যখন পূর্ণ শুষ্ক হয়, এমনকি আগুনে পোড়া মাটির তৈয়ার পাত্রের ন্যায় করাঘাতে খন্ খন্ করিয়া বাজিবার উপযোগী হয় তখন আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরত বলে সেই শুষ্ক ও শক্ত মাটি দ্বারাই আদমের আকৃতি বা দেহ-কাঠামো তৈয়ার করা হয়। (বয়ানুল কোরআন)

এইসব তথ্যের ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে– خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

আল্লাহ তাআলা আদমকে মাটি হইতে তৈয়ার করিয়াছেন; অতপর "কুন হইয়া যাও" আদেশ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে (মাটির তৈয়ার পুতুলটি) জীবন্ত হইয়া গেল। (পারা–৩; রুকু–১৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۔

একটি বাস্তব তথ্য এই যে, (মানব জাতির আদি) মানুষটিকে আমি পয়দা করিয়াছিলাম খন্ খন্ বাজে এইরূপ মাটি হইতে, যাহা বিকৃত দুর্গন্ধময় কর্দমে তৈয়ার ছিল। এর পূর্বে আমি জ্বিন জাতিকে পয়দা করিয়াছিলাম। গরম বাতাসের ন্যায় ধুঁয়া-শূন্য স্বচ্ছ নির্মল আগুন হইতে। (পারা-১৪, রুকু-৩)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ـ

(মানব জাতির আদি) মানুষটিকে পয়দা করিয়াছিলেন খন্ খন্ শব্দকারক মাটি হইতে এবং জ্বিনকে পয়দা করিয়াছিলেন নির্মল অগ্নি হইতে। (পারা-২৭; রুকু-১১)

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ـ

আমি মানুষকে (তথা তাহাদের উৎপত্তির আসল গোড়াকে) সৃষ্টি করিয়াছি চটচটে আঠাল মাটি হইতে। (পা-২৩; রুকু-৫)

اَلَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِيْنٍ ـ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ـ

এ সম্পর্কে আরো একটি সুস্পষ্ট আয়াত- তিনি (আল্লাহ তাআলা) স্বীয় সৃষ্ট বস্তুগুলিতে অতি সুন্দর রূপ দান করিয়াছেন এবং মানব জাতির সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন কর্দম হইতে (তথা প্রথম মানুষটিকে কর্দম দ্বারা তৈরী করিয়াছেন)। অতপর উহার নছল বা পরবর্তী বংশধরকে এক নিষ্কাশিত বস্তু তথা নিকৃষ্ট জলীয় পদার্থ (অর্থাৎ বীর্য) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।(পারা-২১; পারা-১৪)

১৬২০। হাদীছ ঃ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ طُوْلُهٗ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهٗ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ نَفَرٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوْسٍ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتّٰى الْاٰنَ ـ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে তাঁহার নিজস্ব দৈহিক গঠন ও আকারের উপর সৃষ্টি করিয়াছিলেন- জন্মের প্রথম হইতেই) তাঁহার দৈর্ঘ বা দেহের উচ্চতা ছিল (বর্তমান সাধারণ মাপের) ষাট হাত। তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তাআলা তথায় একত্রিত এক দল ফেরেশতার নিকটবর্তী যাইতে বলিলেন এবং তাঁহাদিগকে সালাম করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, তাঁহারা সালামের উত্তর কিরূপ প্রদান করেন তাহা আপনি লক্ষ্য করিবেন; ঐ উত্তরই আপনার এবং আপনার বংশধর, সন্তান-সন্ততির জন্য পারস্পরিক সালামের নিয়ম হইবে।

আদম (আঃ) ফেরেশতাগণের সন্নিকটে যাইয়া "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিলেন। ফেরেশতাগণ তদুত্তরে "ওয়াআলাইকাস্ সালামু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ" বলিলেন। সালাম তথা শান্তির দোয়ার উত্তরে ফেরেশতাগণ সালাম তথা শান্তির দোয়া ভিন্ন বিশেষ রহমতের দোয়াও বর্ধিত করিলেন।

(হযরত সঃ বলেন,) আদম দেহের উচ্চতার আসল পরিমাপ ছিল ষাট হাত, (আদম সন্তানদের) যাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবেন তাঁহারাও তখন সেই আদি পরিমাপ ষাট হাত উচ্চতায়ই হইবেন। মধ্যবর্তী জাগতিক জীবনে আদম সন্তানদের দেহের দৈর্ঘ ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ আদম (আঃ) সম্পর্কে আলোচ্য হাদীছে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে তাঁহার দৈহিক গঠন, পরিমাপ ও আকারের উপর সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধারণতঃ সৃষ্ট জীবসমূহের জন্ম পদ্ধতি হইল– অতিশয় ছোট ও ক্ষুদ্রাকারে জন্মলাভ করিয়া ধীরে ধীরে বড় হইতে থাকে এবং দীর্ঘকাল পর পূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু আদম (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত ছিল ভিন্ন রূপ। তিনি ষাট হাত দীর্ঘ ও সাত হাত প্রস্থ দৈহিক আকার লইয়া জন্ম লাভ করিয়াছিলেন; এই পার্থক্যের হেকমতও অতি সুস্পষ্ট। কারণ, সকল জীবই সঙ্কীর্ণ মাতৃগর্ভে বা ডিমের মধ্যে জন্ম লাভ করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি ছিল এইরূপে- خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

আল্লাহ তাআলা আদম (আলাইহিস সালামের দেহ)কে মৃত্তিকা দ্বারা তৈয়ার করিয়া "কুন" (হইয়া যাও)" নির্দেশ দান করার সঙ্গে তিনি জীবন্ত রূপধারণ করিয়াছিলেন। (পারা– ৩; রুক– ১৪)

ষাট হাত দৈর্ঘ ছিল আদম জাতির আসল আকার, কিন্তু বৃক্ষের ফল-মূল যেরূপ প্রাথমিক আকারের তুলনায় ক্রমশই ক্ষুদ্র হইতে থাকে তদ্রূপ আদম সন্তানরাও ক্রমশই ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য আদম সন্তানগণ যখন স্বীয় আসল বাসস্থান বেহেশতে যাইবে, তখন তাহাদের দেহ আদি আকার ষাট হাত দৈর্ঘেরই হইবে।

যেসব আদম সন্তান দোযখী হইবে তাহাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, দোযখের আযাব অত্যধিক পরিমাণে ভোগ করাইবার জন্য দোযখীদের দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরাট আকারের ন্যায় করিয়া দেওয়া হইবে। যেমন হাদীছে উল্লেখ আছে, তাহাদের এক একটি বিরাট দাঁত (আড়াই মাইল উঁচু মদীনার) ওহোদ পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকারের হইবে। উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব কয়েক মাইলের ব্যবধান হওয়া সম্পর্কেও হাদীছে উল্লেখ আছে।

সালাম সম্পর্কে শরীয়তের যে বিধান ও মুসলমানদের মধ্যে যে রীতি রেওয়াজ প্রচলিত আছে, উহার মূল উৎস এই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে সালামের উত্তরে "ওয়া আলাইকাস সালাম" বলিয়াছিলেন। عليك আলাইকা এবং عليكم আলাইকুম-এর পার্থক্য বিশেষ কোন তাৎপর্যপূর্ণ নহে। আরবী ব্যাকরণে ك কা" এবং كم কুম" একবচন ও বহুবচন; কিন্তু আরবী ব্যাকরণে ইহাও আছে যে, বহুবচনবোধক শব্দ كم কুম সম্মানার্থে একজনের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আদম (আঃ) একজন ছিলেন, সেই সূত্রেই ফেরেশতাগণ একবচনের মূল শব্দ ك কা ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইরূপ সালাম ও সালামের উত্তর প্রদান করা অশুদ্ধ নহে। অবশ্য প্রত্যেক মুসলমান সম্মানের পাত্র, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মুসলমানের সঙ্গে সর্বদাই কয়েকজন ফেরেশতা থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত থাকায় একজন মুসসলমানকে বহুবচন বোধক كم কুম" শব্দ দ্বারা সালাম ও সালামের উত্তর প্রদান করা শুদ্ধই বটে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং ছাহাবাগণের মধ্যে উহার প্রচলনের আধিক্যও বিভিন্ন হাদীছে পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্রেই كم কুম শব্দের দ্বারা সালামের উত্তরের সাধারণ রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আঃ)-কে সালামের উত্তর وَرَحْمَةُ اللّٰه "ওয়ারাহমাতুল্লাহ" বাক্য অতিরিক্ত বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে কোরআন-হাদীছেও কিছু বিবরণ বিদ্যমান আছে। কোরআন শরীফে আছে–

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا ـ

অর্থঃ "তোমাকে কেহ সালাম করিলে যে পরিমাণ ও যে দোয়ার দ্বারা তোমাকে সে সালাম করিয়াছে, তুমি তাহাকে তদপেক্ষা অধিক উত্তম দোয়ার দ্বারা বা অন্ততঃ এইরূপ দোয়ার দ্বারাই উত্তর দাও।" (পারা– ৫; রুকু– ৮)

এই আয়াতে অধিক দোয়ার দ্বারা উত্তর দেওয়াকেই উত্তম বলা হইয়াছে; ইহাতে সওয়াবও অধিক হইবে। এক হাদীছে আছে– একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে আসিয়া "আচ্ছালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) তাহার সালামের উত্তর দিলেন এবং আগন্তুক হযরতের মজলিসে বসিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, সে দশ নেকী লাভ করিয়াছে। অতপর আর এক ব্যক্তি আসিয়া "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) তাহার সম্পর্কে বলিলেন, এই ব্যক্তি বিশ নেকী লাভ করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই আর এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি ত্রিশ নেকী লাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তি আসিয়া "অস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফেরাতুহু" বলিয়া সালাম করিল। হযরত (সঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি চল্লিশ নেকী লাভ করিয়াছে। হযরত (সঃ) ইহাও বলিলেন, বেশী-কম নেকী লাভের তারতম্য এইরূপে হইয়া থাকে।

–(আবু দাউদ শরীফ)

নেকী লাভ করার জন্য উপরোল্লিখিত শব্দসমূহকে সালাম দানেও এবং সালামের উত্তর দানেও ব্যবহার করা যায়।

আদম (আঃ) ও ফেরেশতাদের প্রতিযোগিতা

ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম সৃষ্টির প্রাথমিক আলোচনার সময় আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে এই বলিয়া আলোচনা ক্ষান্ত করিয়াছিলেন যে, "গোপন তথ্য যাহা আমি জানি তাহা তোমরা জান না।" সেই গোপন তথ্য এস্থলে এই যে, খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা তোমাদের নাই– তোমাদিগকে উহা দেওয়া হয় নাই; আদমের মধ্যে সেই যোগ্যতা প্রদান করা হইবে। অতএব, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আদমের দ্বারা সম্পন্ন হইবে, তোমাদের দ্বারা হইবে না।

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইল আদম ও ফেরেশতা উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেই গোপন তথ্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়া; আল্লাহ তাআলা সেই ব্যবস্থাই করিলেন।

খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের জন্য দুইটি গুণের বিশেষ আবশ্যক হয়– (১) ওফাদারী ও ফর্মাবরদারী– অর্থাৎ নিষ্ঠার সহিত পূর্ণানুগত্য ও আজ্ঞা বহন। (২) দায়িত্ব পালন এবং কার্য সমাধানের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা।

প্রথম গুণ তথা ওফাদারী ও ফর্মাবরদারী– আনুগত্য ও আজ্ঞা বহন– ইহার উৎস হইল আ'বদিয়ত বা আল্লাহর দাসত্ব; আ'বদিয়ত বা আল্লাহর দাসত্ব ফেরেশতাদের মধ্যে অতি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

দ্বিতীয় গুণটির উৎস হইল এলম তথা জ্ঞান বা বিদ্যা। এস্থলে যেহেতু রাব্বুল আ'লামীন– বিশ্ব জগতের পালনকর্তা আহকামুল হাকেমীন, সর্বাধিপতি বিধানকর্তা আল্লাহ তাআলার খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব এবং এই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের জন্য এমন জাতি নির্বাচিত হইতে পারিবে, যে জাতি ব্যাপক এলম লাভ করিতে সক্ষম, যে জাতি বিশ্বব্যাপী সব কিছুর এলম বা জ্ঞান লাভের সামর্থ রাখে। এইরূপ জাতিই সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিসের উপর আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে।

এইরূপ ব্যাপক এলম বা জ্ঞান লাভ করার শক্তি বা সামর্থ্য সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে দেন নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের এলম বা জ্ঞান সীমাবদ্ধ রহিয়াছে শুধু ঐ বস্তু ও কার্য সম্পর্কে, যাঁহার উপর যে বস্তু ও কার্যের ভার ন্যাস্ত করা হইয়াছে। যিনি পাহাড়ের ব্যবস্থাপক তাঁহার এলম ও জ্ঞান পাহাড় সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, যিনি সৃষ্টির ব্যবস্থাপক বা তাঁহার জ্ঞান সৃষ্টি সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, যিনি জীবের

মৃত্যু ঘটানো কার্যে নিয়োজিত তাঁহার এলম বা জ্ঞান সেই বিষয়েই সীমাবদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সীমাবদ্ধতায় তাঁহারা বাধ্য রহিয়াছেন ইচ্ছা করিলেও এই সীমা অতিক্রম করতঃ অন্য বিষয়ে এলম বা জ্ঞান লাভ করিতে তাঁহারা সক্ষম নহেন। এমনকি ঐ ধরনের এলম বা জ্ঞান তাঁহাদের সম্মুখে ছড়াইয়া দেওয়া হইলেও তাহা আয়ত্তে আনিতে তাঁহারা সক্ষমই হইবেন না। এই ক্ষমতা সামর্থ্য তাঁহাদের সৃষ্টিতেই রাখা হয় নাই। (لاَ عِلْمَ لَنَا الاَّ مَا عَلَّمْتَنَا)

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টিতেই ব্যাপক এলম বা জ্ঞান লাভ করার এক সুপ্রশস্ত ক্ষমতা, সামর্থ্য ও গুণ রাখিয়া দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাহারা আকাশ হইতে পাতাল পর্যন্ত, এমনকি সুগভীর সমুদ্রের তলার মাটির নীচে কি আছে তাহার জ্ঞানও তাহারা লাভ করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়া গিয়াছে, تحت البحر نار "সমুদ্রের তলদেশের নিম্নস্তরে অগ্নি রহিয়াছে।" তাঁহার পরবর্তী যুগের লোকগণ সমুদ্রের নীচে আগ্নেয়গিরি এবং আটলান্টিক মহাসগরের তলদেশে পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের খনির সন্ধান লাভ করিয়াছে। সপ্ত আকাশের উর্ধ্ব দেশে কি আছে তাহার এলমও তাহারা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে হযরত (সঃ) আরশ, কুরসী, সেদরাতুল মোনতাহার খবর বাতলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উম্মতগণ কাশ্‌ফ ও এলহামের দ্বারা কত কিছুর খোঁজ লাভ করিয়াছেন! বিজ্ঞানের সাহায্যে উর্ধ্ব দেশীয় নিত্যনূতন স্তর ও গ্রহ-উপগ্রহ জয় করা হইতেছে।

মানুষ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের শুধু এলম বা জ্ঞান লাভেই নহে, বরং প্রত্যেকটি বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ দানেও সক্ষম ইয়াছে। ফেরশেতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জ্বিন জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছে।* জল ও স্থলের, উর্ধ্ব ও নিম্নের হাতী হইতে বড় এবং পিপীলিকা হইতে ক্ষুদ্র প্রত্যেকটি জীবের শুধু পরিচয় ও বিবরণদানই নহে, বরং উহার গোশ্‌ত-পোশ্‌ত, অস্থি-মজ্জা এমনকি উহার রগ-রেশার প্রতিটি কণার বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করিয়াছে।* বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত এমনকি সমুদ্র বক্ষের প্রতিটি উদ্ভিদের খাল-বাকল, মূল-শিকড়, ফল-ফুল ইত্যাদির রং-রূপ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছে *। শুধু তাহাই নহে, বরং ঐ সবের দ্বারা সমস্ত জগতকে উপকৃত করত هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا "আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সব বস্তুকে তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন" এর তাৎপর্যের বিকাশ সাধন করিয়াছে। আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণা কার্যে পরিণত করার ময়দানে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে ও করিতেছে।*

---

* "আ-কা-মুল মারজান" নামক একখানা আরবী পুস্তক এই বিষয়ে পাওয়া যায়।

* "হায়াতুল হায়ওয়ান" নামক কিতাবখানাকে এই বিষয়ে বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। "আজায়েবুল মাখলুকাত" নামক আর একখানা কিতাবও এই সম্পর্কে পাওয়া যায়।

* হেকিমী কবিরাজী কিতাব ও বই-পুস্তক এই বিষয়ে অনেক বিদ্যমান রহিয়াছে।

* আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বের দুইটি বিভাগ– এক হইল জীবিকানির্বাহ ও জাগতিক আবশ্যক পূরণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনার ব্যাপার। দ্বিতীয় হইল শরীয়ত তথা আল্লাহর নির্দেশাবলী বা আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন সারা বিশ্বে জারি করার ব্যাপার।

বলাবাহুল্য– খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের বাপারে দ্বিতীয় বিভাগটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়াতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের মধ্যেও এই শ্রেণীর বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। কোন প্রতিনিধি মূল ক্ষমতাধিকারীর আদেশে অবজ্ঞা, উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা করিলে অথবা আদেশ বহন না করিলে বা স্বীয় মন মোতাবেক স্বেচ্ছাচারীরূপে কাজ করিলে বা অন্য কাহারও ইঙ্গিত-ইশারার পায়রবী করিলে সেই প্রতিনিধি বিদ্রোহী গণ্য হইবে এবং তাহার ভাগ্য গোরেফতারী ও জেল-হাজতে জড়াইয়া পড়িবে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মানব জাতির সম্পর্কে ঠিক তদ্রূপই। অতএব, আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পালন ও তাঁহার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে তাঁহার আসল খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব। অন্যথায় বিদ্রোহী প্রতিনিধি গণ্য হইয়া জেল-হাজত তথা জাহান্নামী হইতে হইবে। এই জন্যই আল্লাহর রসূল ও নায়েবেরসূলগণ এই বিভাগকেই অধিক গুরুত্ব দিয়া আসিয়াছেন।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক যে শক্তি সামর্থ্য রক্ষিত আছে, উল্লিখিত ব্যাপক এলম বা জ্ঞান উহারই পরিচয় ও প্রতিক্রিয়া। ফেরেশতাদের মধ্যে এই শক্তি সামর্থেরই অভাব। আল্লাহ তাআলা উভয়ের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই ব্যবধানকে উদ্ভাসিত করারই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্যবস্থা এইরূপ করিয়াছিলেন যে, প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট জগতের সমস্ত বস্তুনিচয়ের বিস্তারিত তথ্য-জ্ঞান আদম ও ফেরেশতা উভয়ের সম্মুখে ছড়াইয়া দিলেন। আদমের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে এই ধরনের এলম বা জ্ঞান আয়ত্তে আনিবার যে শক্তি সামর্থ্য ছিল, উহার সাহায্যে তিনি ঐ এলম বা জ্ঞানকে আহরণ ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ সৃষ্টিগতভাবে ঐ শক্তি সামর্থ্য ক্যাপাসিটির অভাবে তাহা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহার পর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণ ও আদমকে সমবেতভাবে উপস্থিত করিয়া ফেরেশতাগণের সম্মুখে ঐ বস্তুগুলি সব বা আংশিক রাখিলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে তাহাদিগকে ঐ সবের বিস্তারিত তথ্যের বিবরণ দানের আদেশ করিলেন। ফেরেশতাগণ তদুত্তরে নিজের অজ্ঞতা অক্ষমতাই তুলিয়া ধরিলেন এবং ঐ সবের কোন তথ্যই বাত্‌লাইতে পারিলেন না। অতপর আল্লাহ তাআলা ঐ আদেশই আদমের প্রতি করিলেন। আদম (আঃ) ব্যাপক এলম এবং জ্ঞান-গুণে আহরিত ও সঞ্চিত সমুদয় তথ্য সকলের সম্মুখে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলেন। তখন সর্বসমক্ষে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তাআলা স্বীয় পূর্ব উক্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, আসমান-যমীনের তথা সর্বপ্রকার গোপন যাহা তোমরা জান না, আমি সব অবগত আছি। উক্ত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এইরূপ–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

আর আল্লাহ তাআলা আদমকে সমস্ত বস্তুনিচয়ের এলম ও তথ্য-জ্ঞান (আয়ত্ত করার সামর্থ) দান করিলেন। অতপর তিনি ঐ বস্তুনিচয়কে ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, তোমরা এই সবের তথ্য বর্ণনা কর, যদি তোমরা তোমাদের ধারণা সঠিক মনে কর।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ـ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ

ফেরেশতাগণ বিনীত স্বরে আরজ করিলেন, হে প্রভু! তুমি পাক-পবিত্র (তোমার কার্য্যে দোষ-ত্রুটি থাকে না)" আমাদের মধ্যে যতটুকু এলম বা জ্ঞানের শক্তি-সামর্থ্য রাখিয়াছ তাহার অধিক জ্ঞান আমাদের নাই। তুমি সর্বজ্ঞ সুকৌশলী (প্রত্যেককে উহার উপযোগী শক্তি-সামর্থ দিয়া তৈয়ার করিয়াছ)।

আল্লাহ তাআলা আদমকে ঐ সবের তথ্য বিবরণ দানের আদেশ করিলেন। (আদম সব কিছুর তথ্যের বর্ণনা দিলেন।) যখন আদম বস্তুনিচয়ের তথ্য বাতলাইয়া দিলেন, তখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহ বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম না যে, আমি আসমান-যমীনের তথা সর্বপ্রকার গোপন তথ্য অবগত আছি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ সবই আমি জানি। (সূরা বাকারাহঃ পারা– ১ রুকু– ৪)

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ

প্রতিযোগিতার ফলাফলে ফেরেশতাগণকে আদমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আদেশ ঃ

প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে আদমের যোগ্যতা প্রমাণিত ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। তিনিই আল্লাহ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন এবং এই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সম্পাদনে

ফেরেশতাগণ হইবেন আদমের সহযোগী। অতএব, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে আদমের প্রতি বিশেষ কায়দায় সালাম বা শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানের আদেশ করিলেন। যাহাকে Guard of Honour-এর সমতুল্য বলা যাইতে পারে।

প্রকাশ থাকে যে, জ্বিন জাতীয় ইবলীস তখন ফেরেশতাদের সঙ্গে একত্রেই বসবাস করিয়া থাকিত; ফেরেশতাদের প্রতি যে আদেশ হইল, স্বাভাবিকরূপে বা বিশেষ নির্দেশবলে ইবলীসও সেই আদেশের আওতাভুক্ত হইল। এই সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত পারা–৮; রুকু–৯-এর مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ আয়াতে রহিয়াছে, অনুবাদ সম্মুখে আসিতেছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন আদমকে কেবলা সাব্যস্তপূর্বক তাঁহার দিকে সেজদা করার। ফেরেশতাগণ তৎক্ষণাৎ সকলেই আল্লাহ তাআলার আদেশকৃত সেজদা আদায় করিয়া দিলেন, কিন্তু ইবলীস তাহা করিল না। ফলে সে আল্লাহ তাআলার অভিশপ্ত হইল। পবিত্র কোরআনে এই বিবরণের আলোচনা নিম্নরূপ–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

আর একটি ঘটনা– আমি যখন আদেশ করিয়াছিলাম ফেরেশতাগণকে, আদমের দিকে সেজদা কর। তাহারা সকলেই সেজদা করিয়াছিল, ইবলীস (আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) অহঙ্কারে মাতিয়া সেজদা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল এবং সে বিদ্রোহী কাফেরে পরিণত হইয়াছিল। (সূরা বাকারা ঃ পারা– ১; রুকু– ৪)

ইবলীসের পরিচয়

ইবলীস বা শয়তান সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়ছে, সে মূলতঃ জ্বিন জাতি হইতে ছিল। ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে সে ফেরেশতাদের সংস্রব লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল* এবং সে একজন বিশিষ্ট আবেদ–ইবাদতকারী হইয়া তাঁহাদের মধ্যে বসবাস করিতেছিল। অবশেষে সে আদমের দিকে সেজদা করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করিয়া চিরতরে ধিকৃত কাফের বিদ্রোহী ও অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চিরকাল এইরূপ থাকিবে বলিয়া আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলার ঘোষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে তাহার বিবরণ–

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ـ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلاً ـ

যখন আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমের দিকে সেজদা কর, তাহারা সকলেই সেজদা করিয়াছিল, ইবলীস সেজদা করে নাই; সে ছিল জ্বিন জাতীয় (সে আগুনের তৈয়ারী হওয়ায় নিজেকে বড় মনে করিয়াছিল;) যদ্দরুন সে স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল (এবং কাফের মরদুদ হইয়াছে।) হে মানব! তোমরা কি ঐরূপ মরদুদকে এবং উহার চেলাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে আমার বিনিময়ে– আমাকে ছাড়িয়া? অথচ তাহারা তোমাদের পরম শত্রু! স্বৈরাচারী জালেমদের এই বিনিময় কতই না জঘন্য। (পারা– ১৫; রুকু– ১৯)

*মানব জাতির পূর্বে এই ভূমন্ডলে জ্বিন জাতির সাধারণ বসবাস ছিল। নাফরমানীর আধিক্যের দরুন আল্লাহর গজবস্বরূপ ফেরেশতাদের দ্বারা তাহারা ধ্বংস এবং ভাল আবাসস্থল হইতে বন-জঙ্গলে বিতাড়িত হয়। ঐ সময় ইবলীস শিশু বয়সের ছিল; ফেরেশতাগণ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। এইভাবে ইবলীস ফেরেশতাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়।

ইবলীসের দৌরাত্ম্য ও পরওয়ারদেগারের সঙ্গে বিতর্ক

ইবলীস আদমের দিকে সেজদা করার আদেশ লঙ্ঘন করিলে অসীম ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু দয়াময় আল্লাহ তাআলা কৈফিয়ত তলব করিলেন, আমার আদেশ সত্ত্বেও সেজদা করা হইতে বিরত থাকার জন্য তোর পক্ষে কি কারণ থাকিতে পারে? তদুত্তরে ইবলীস কারণস্বরূপ এই ব্যাখ্যা দিল যে, আমি আদমকে ঐরূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন কেন করিব? আমি ত আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিক মর্যাদাবান। আদম আমার তুলনায় নিকৃষ্ট। কারণ, আপনি আমাকে আগুন হইতে এবং আদমকে মাটি বা কর্দম হইতে তৈয়ার করিয়াছেন। আগুনের গতি উর্ধ্বে, মাটির গতি নিম্নে। আমার প্রতি আদমকে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা আদেশ অযৌক্তিক।

বলাবাহুল্য, শয়তানের এই যুক্তি ছিল অসার। কারণ মাটির উপর আগুনের শ্রেষ্ঠত্বের কোন প্রমাণ নাই। গতির ব্যবধান শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। স্বর্ণ-রৌপ্য, হিরা-জওয়াহেরাতের ন্যায় ভারী মূল্যবান বস্তুর গতি নিম্ন দিকে হইয়া থাকে এবং হালকা তুলার ন্যায় বস্তুর গতি উর্ধমুখী হইয়া থাকে।

ইবলীসের বক্তব্যের অযৌক্তিকতা এস্থলে ইবলীসের নিজ উক্তির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তাহার উক্তিতেই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, তাহার সৃষ্টিকর্তা হইলেন আল্লাহ তাআলা। অতএব, আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনের মোকাবিলায় কোন যুক্তির অবতারণাই অযৌক্তিক। আল্লাহর তরফ হইতে কৈফিয়ত তলবে اذ امرتك "আমার আদেশ সত্ত্বেও" বলিয়া এই বিষয়টিকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল। ইবলীস ভুল যুক্তির পিছনে পড়িয়া স্বীয় প্রভু আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করিল। আল্লাহ তাআলা তাহাকে স্বীয় নৈকট্য ও সন্তুষ্টিভাজনদের স্থান বেহেশত হইতে তাড়াইয়া দিলেন, সে চিরতরে ধিকৃত অভিশপ্ত হইয়া গেল।

আদমের প্রতি ইবলীসের অন্তরে ভয়ানক ক্রোধ সৃষ্টি হইল। সে প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মাদ হইয়া গেল। কিন্তু সেও জানিত, হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে; তিনি যদি আমাকে এই মুহূর্তে মারিয়া ফেলেন তবে প্রতিশোধ গ্রহণের বাড়াবাড়ি অবান্তর হইবে। অতএব, সে প্রথমে আল্লাহ তাআলার নিকট স্বীয় জীবন সম্পর্কে একটা গ্যারান্টি বা অবকাশ প্রার্থনা করিল, আমি যেন জগতের আয়ুর সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত থাকি। সর্বাধিপতি আল্লাহ তাআলা প্রবল প্রতাপের সহিত তাহাকে বলিয়া দিলেন, "যা– তোকে দীর্ঘ আয়ুর অবকাশ দেওয়া হইল।"

ইবলীস মৃত্যুর দিক হইতে নিশ্চিত হইয়া স্বীয় ক্রোধ প্রকাশে বলিল, যেহেতু আমি আদমের দরুন সর্বহারা হইলাম, তাই আমিও শুধু আদমকে নহে, তাহার সমুদয় নছলকে ক্ষতি ও ধ্বংসে ফেলিব, তাহাদের জন্য সঠিক পথ রুদ্ধ করিব এবং কু-পথে পরিচালিত করিবার জন্য তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘেরাও করিব।

সর্বাধিপতি পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা প্রবল প্রতাপের সহিত ধিক্কার দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, তুই এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম ভর্তি করিব। এই বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۔ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۔ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۔ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۔

একটি বিশেষ তথ্য– আমি তোমাদের (আদি পিতা আদম)-কে তৈয়ার করিয়াছিলাম, তাঁহাকে গঠন দান করিয়াছিলাম, তারপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম আদমের দিকে সেজদা কর ফেরেশতাগণ সকলে

সেজদা করিয়াছিল, ইবলীস সেজদা করে নাই। আল্লাহ কৈফিয়ত তলব করিলেন, আমার আদেশ সত্ত্বেও কেন তুই সেজদা হইতে বিরত থাকিলি? সে বলিল, আমি আদম হইতে শ্রেষ্ঠ; আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদমকে কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ۔ قَالَ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۔ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۔

আল্লাহ তাআলা তাহাকে ধিক্কারের সহিত আদেশ করিলেন, এখান হইতে তুই বাহির হইয়া যা, এখানে থাকিয়া অহঙ্কার দেখান তোর জন্য ভাল হইবে না, তুই বাহির হইয়া যা, তুই চিরতরে ধিকৃত ও অপদস্থ। ইবলীস বলিল, আমাকে অবকাশ দান করুন কেয়ামতের দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তোকে সেই অবকাশ দেওয়া গেল।

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَاتَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۔

ইবলীস বলিল, আদমের দরুন আমার উপর আপনার অভিশাপ বর্তিল এবং আমি ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইয়া গেলাম। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার সঠিক পথ আদম ও আদম সন্তানদের জন্য রুদ্ধ করার চেষ্টা করিব। আমি তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান, বাম দিক হইতে ঘেরাও করিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করার চেষ্টা করিব এবং আপনি তাহাদের অধিকাংশকে অকৃতজ্ঞ পাইবেন।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُؤْمًا مَدْحُوْرًا ۔ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔

আল্লাহ তাআলা প্রবল প্রতাপের সহিত তাহাকে আদেশ করিলেন, এখান হইতে তুই ধিকৃত ও অভিশপ্ত অবস্থায় বাহির হইয়া যা। ইহা আমার সুনিশ্চিত ঘোষণা যে, (যাহার ইচ্ছা সে তোর অনুসারী হউক;) নিশ্চয় আমি তোদের সকলকে দিয়া দোযখ ভর্তি করিব। (সূরা আ'রাফ পারা– ৮; রুকু– ৯)

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۔ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۔ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۔

আল্লাহর আদেশ মতে ফেরেশতাগণ সকলে সমবেতভাবে সেজদা করিল, ইবলীস তাহা করিল না; সে সেজদাকারীদের দলভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবলীস! তুই কেন সেজদাকারীদের সঙ্গে সেজদা করিলি না?

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۔ وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۔

ইবলীস বলিল, আপনি পচা দুর্গন্ধময় কর্দমে তৈয়ার শুষ্ক ঠন ঠন শব্দকারক মাটি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন– তাহার দিকে সেজদা (করিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন) করিতে আমি মোটেই প্রস্তুত নহি। (তাহার এই উক্তির উপর) আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তবে তুই এখান হইতে বাহির হইয়া যা, তোর প্রতি চিরতরে ধিক্কার এবং তোর উপর কেয়ামত পর্যন্ত অভিশাপ রহিল।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۔ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۔ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۔

ইবলীস বলিল হে, পরওয়ারদেগার! তবে আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার অবকাশ দিন। আল্লাহ বলিলেন, নিশ্চয় তোকে এক নির্ধারিত (তথা মহাপ্রলয়ের) দিনের তারিখ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া গেল।

قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِىْ الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ اِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ـ

ইবলীস বলিল, হে পরওয়ারদেগার। যেহেতু আদমের দরুনই আমাকে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত করিলেন, অতএব আমি আদম জাতির (ক্ষতি সাধনে লাগিলাম–) তাহাদের দৃষ্টিতে কুকর্ম ও নাফরমানীর কার্যকে চাকচিক্যময় মনোরম করিয়া দেখাইব এবং তাহাদের ভ্রষ্ট করিব। অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে আপনার খাঁটি বান্দাগণ বাঁচিতে পারিবেন।

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ـ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ـ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ـ

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমার খাঁটি বান্দা হওয়াই একমাত্র সোজা পথ, যে পথ পথিককে আমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়; আমার এইরূপ বান্দাদের উপর তোর কোন প্রভাব চলিবে না। অবশ্য যেসব ভ্রষ্ট তোর অনুসারী হইবে তাহাদেরই তুই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবি। নিশ্চয় তোর অনুসারী দলের সকলের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত রহিয়াছে, যাহার সাতটি তব্‌কা; সাত তব্‌কার জন্য সাতটি গেট রহিয়াছে। তোর দলের লোকগুলি সাতটি গেটের জন্য সাত ভাগে বিভক্ত হইবে; প্রত্যেক গেটের জন্য এক ভাগ নির্দিষ্ট থাকিবে, তাহারা ঐ গেটেই প্রবেশ করিবে। (পারা– ১৪; রুকু– ৩)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ ـ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ـ قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

তখনকার ঘটনা স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সেজদা কর; সেমতে তাহারা করিল, ইবলীস সেজদা করিল না। সে বলিল, আপনি যাহাকে কর্দম হইতে পয়দা করিয়াছেন, তাহার প্রতি আমি সেজদা করিব? (আল্লাহর আদেশ অমান্যে ইবলীস অভিশপ্ত হইল।) সে বলিল, দেখুন ত সেই ব্যক্তিকে যাহাকে আপনি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন (তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কি আছে? আচ্ছা, যাক–) যদি আপনি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত আয়ু দান করেন, তবে আমি এই আদমের সন্তানদের অল্প সংখ্যক ছাড়া অধিকাংশকে আয়ত্তে আনিয়া নিব।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا ـ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ـ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلاَّ غُرُوْرًا ـ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ـ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً ـ

আল্লাহ বলিলেন, তুই বাহির হইয়া যা। আদম সন্তানদের যে কেহ তোর অনুসারী হইবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হইবে তোর এবং তাহাদের উপযুক্ত প্রতিফল আর তোর দলীয় চেলা-বেলা, লোক-লস্কর দ্বারা এবং রাগ-রাগিনী, গান ও বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি সুরের আকর্ষণ দ্বারা তোর শক্তি পরিমাণ আদম জাতিকে বিপথগামী করার চেষ্টা চালাইয়া যা। আর তাহাদের ধন-সম্পদ, আওলাদ-ফরজন্দকেও এই কাজে তোর সহায়ক বানাইয়া নে এবং তাহাদিগকে (আদম জাতিকে) নানা প্রলোভন দেখা (সব সুযোগাই আমি তোকে দিয়া দিলাম)। শয়তানের সব প্রলোভনই ধোঁকা ও ফাঁকি। যাহারা খাঁটিভাবে আমার বান্দা হইবে তাহাদের উপর তোর কোন শক্তিই থাকিবে না। প্রভু-পরওয়ারদেগার তাহাদের পক্ষে কার্য সমাধানকারীরূপে যথেষ্ট হইবেন। (সূরা বনী ইসরাঈলঃ পারা-১৫, রুকু-৭)

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۔ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۔ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۔

(আল্লাহ তাআলার) আদেশ মতে ফেরেশতাগণ সকলে সমবেতভাবে সেজদা করিলেন, ইবলীস সেজদা করিল না। সে অহঙ্কার করিল এবং কাফেরে পরিণত হইল।

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ

আল্লাহ কৈফিয়ত তলব করিলেন, হে ইবলীস! তোকে কিসে বাধা দিল ঐ জিনিসের দিকে সেজদা করিতে যাহাকে আমার হাতে (বিশেষ গুণ-গরিমায়) গড়িয়াছি? ইহা তোর অহঙ্কার মাত্র, না-(তোর ধারণাই এই যে,) তুই বড়?

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۔ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۔

ইবলীস উত্তর করিল, বস্তুতঃ আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে আপনি অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তাহাকে কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۔ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۔

আল্লাহ তাআলা তাহাকে বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং চির ধিকৃত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আরও ঘোষণা করিলেন, কেয়ামত পর্যন্ত তথা চিরকাল তোর উপর আমার অভিশাপ থাকিবে।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۔ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۔ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۔

ইবলীস বলিল, হে পরওয়ারদেগার! তবে আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ তাআলা বলিলেন আচ্ছা- তোকে বাঁচিয়া থাকার অবকাশ দেওয়া হইল নির্দিষ্ট দিনের তারিখ (তথা দুনিয়ার শেষ দিন) পর্যন্ত।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۔ قَالَ فَالْحَقُّ ۔ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔

ইবলীস বলিল, হে পরওয়ারদেগার! তোমার ইজ্জতের কসম খাইয়া বলিতেছি, এই আদম জাতির সকলকে আমি পথভ্রষ্ট করিয়া ছাড়িব, অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা খাঁটি হইবে তাহারা ব্যতীত। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, একটি সুনির্দিষ্ট বাস্তব ঘোষণা এবং বাস্তবই আমি বলি; নিশ্চয় আমি জাহান্নাম পূর্ণ

করিয়া দিব তোকে এবং তোর অনুসারী সকলকে দিয়া। (সূরা সোয়াদ্ঃ পারা-২৩; রুক-১৪)

হযরত হাওয়ার সৃষ্টি

শয়তান বিতাড়িত হইল, হযরত আদম (আঃ) বেহেশতে বসবাস করিবেন, কিন্তু তথায় তাঁহার কোন নিজ জাতীয় সঙ্গী নাই; আল্লাহ তাআলা তাহার এই অভাব দূর করার ব্যবস্থা করিলেন। একদা হযরত আদম নিদ্রামগ্ন, আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতবলে আদমের পাঁজরের একখানা হাড় হইতে হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আদমের চির সঙ্গিনী বানাইলেন, যেন আদম তাঁহার সঙ্গ লাভে শান্তি ও সুখভোগী হইতে পারেন। অন্তরের ছাউনি পাঁজরের হাড়, তাই হাওয়াকে পাঁজরের হাড় হইতে বানাইলেন যেন উভয়ের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসা জন্মে। এই সম্পর্কে কোরআনে বিভিন্ন বিবরণ রহিয়াছে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً -

হে মানব! তোমরা সেই মহান প্রভু পরওয়ারদেগারের ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একটি ব্যক্তি হইতে পয়দা করিয়াছেন। প্রথমে ঐ ব্যক্তি হইতেই তাহার জোড়া পয়দা করিয়াছেন, অতপর উভয় হইতে নরনারী ভূপৃষ্ঠে ছড়াইয়াছেন। (সূরা নেসাঃ পারা-৪; রুকু-১)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا -

আল্লাহ তাআলা এত বড় শক্তিমান যে, তিনি তোমাদিগকে একজন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার হইতেই তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন; যেন সে স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভে সুখ-শান্তি উপভোগ করিতে পারে। (পারা ৯ রুকু ১৪)

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا -

আল্লাহ তোমাদিগকে একজন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (তাহাকে সরাসরি কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন) পরে তাহার হইতেই তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (অতপর তাহাদের হইতে তাহাদের বংশধর সৃষ্টি করিয়াছেন।) (সূরা যুমার ঃ পারা-২৩; রুকু-১৫)

মা হাওয়া (আঃ) পাঁজরের হাড় হইতে সৃষ্টি– এই মর্মে বোখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীছ বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীছে এই ইঙ্গিতও রহিয়াছে যে, পাঁজরের সর্ব ঊর্ধ্বের হাড়টি– যাহা অধিক বাঁকা হয়, উহা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তফসীরকারগণ বাম পাশের হাড়ের কথা বলিয়াছেন। পুরুষের উদরে সন্তান জন্মের অবকাশ সৃষ্টিগতভাবেই নাই, তাই আদমের হাড় হইতে উপাদান গ্রহণপূর্বক হাওয়াকে উহা দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। পুরুষের বাম পাশে পাঁজরের একটি হাড় কম–এই কিংবদন্তী অবাস্তব; হাড় ব্যয় করা হয় নাই, তাহা হইতে উপাদান গ্রহণ করা হইয়াছে।

আদম ও হাওয়া উভয়ের বেহেশতে বসবাস

হযরত হাওয়ার সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তাআলা হযরত আদমের অবশিষ্ট অভাব পূরণপূর্বক উভয়কে বলিয়া দিলেন, তোমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে বেহেশতে বসবাস কর এবং বেহশতের ফল-ফলারি অবাধে ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিয়া যাও।

ইহা একটি সাধারণ কথা। বাগানে ও বাড়ীতে বিভিন্ন উদ্দেশে বিভিন্ন বৃক্ষ রাখা হয়– কোনটা ফল খাইবার জন্য, কোনটা ফুলের জন্য, কোনটা শুধু শোভার জন্য ইত্যাদি। এমনকি মাদার গাছ, জিকা গাছ, ঝাউ গাছ, নিম গাছ ইত্যাদিও বাড়ীতে, বাগানে রাখা হয়। যে গাছের ফল-ফুল শোভা-সৌন্দর্য্য কিছুই নাই বা যে গাছের শোভা আছে কিন্তু ফুলও ভাল নহে, ফলও ভাল নহে বা যে গাছের ফল আছে ফুল নাই বা যে গাছের ফুল আছে ফল নাই অথবা আছে, কিন্তু ভীষণ তিক্ত, দুর্গন্ধময়, এই ধরনের নানারূপ গাছপালাও বাড়ীতে বা বাগানে রাখা হয় বিভিন্ন উদ্দেশে।

আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে থাকিতে দিয়া এক বিশেষ উদ্দেশে (যাহার বিবরণ পরে আসিবে) তথায় তখন এমন একটি গাছও রাখিয়া দিলেন, যাহার ফল ভক্ষণের তাছির বেহেশতী জিন্দেগীর পক্ষে ক্ষতিকারক, বরং বিপরীত। ঐ ফল খাইলে বেহেশতের পোশাক শরীরে থাকিবে না, ঘৃণাময় হাজতের উদ্বেগ হইবে, যাহা দূর করার ব্যবস্থা বেহেশতে নাই– যেমন পায়খানা পেশাবখানা। ঐ ফল ভক্ষণে বেহেশতী জীবন এইভাবে পর্যুদস্ত হইবে।

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়াকে বলিয়া দিলেন, তোমরা বেহেশতে অবাধে যে কোন গাছের যে কোন পরিমাণ ফল-ফলারি খাইতে পারিবে, কিন্তু ঐ বিশেষ বৃক্ষটির ধারে যাইবে না, উহার ফল খাইলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর স্মরণ রাখিবে, শয়তান তোমাদের পরম শত্রু, সে তোমাদের ক্ষতির চেষ্টায় লাগিয়া আছে। পবিত্র কোরআনে উক্ত বিবরণী লক্ষ্য করুন–

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۔ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۔

আমি বলিয়া দিয়াছিলাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার সহধর্মিনী উভয়ে বেহেশতের মধ্যে বসবাস করিতে থাক* এবং তোমরা বেহেশতের মধ্যে অবাধে খাইতে পার নিজেদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু ঐ বিশেষ বৃক্ষটির ধারেও যাইও না, অন্যথায় তোমরা অন্যায়কারী–নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী সাব্যস্ত হইয়া যাইবে।

(সূরা বাকারাঃ পারা-১; রুকু-৪)

---

* হযরত আদম ও হাওয়াকে আল্লাহ তাআলা "জান্নাতে" অবস্থান করাইয়াছিলেন। "জান্নাত" বলিতে সাধারণতঃ বেহেশত বুঝায়, অবশ্য "জান্নাত" শব্দটির আভিধানিক অর্থ দৃষ্টে যেকোন উদ্যান, বাগ-বাগিচা ও কাননকেই বলা যাইতে পারে।

একদল লোক "জান্নাত" শব্দের আভিধানিক অর্থের প্রশস্ততার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আলোচ্য ঘটনার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হযরত আদম ও হাওয়াকে যে জান্নাতে রাখা হইয়াছিল উহা সর্বজনবিদিত বেহেশত নহে, বরং ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন এক বিশেষ কানন ও সুরম্য বাগিচা ছিল। এই মতামতের উপর কোনই প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ এই মতটি ভ্রষ্ট মো'তাযেলা ফের্কার মতামত (রুহুল মাআনী ১, ২৩৩ দ্রঃ)।

এতদ্ভিন্ন এই মতামতের আসল হইল খৃষ্টানদের সংকলিত ও বিকৃত বাইবেল। উহাতে আছে– "৮, আর সদাভক্ত ঈশ্বর পূর্ব দিকে এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন।"

–(বাইবেল– আদি পুস্তক পৃষ্ঠা ৩)

বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতামত ইহাই যে, এস্থলে "জান্নাত" বলিয়া সর্বজনবিদিত বেহেশতকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে একটি বিশেষ প্রমাণও বিদ্যমান আছে যে, "জান্নাত" শব্দটি "আ-ল" অব্যয়ের বাহক হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব, এস্থানে স্বেচ্ছাধীনভাবে উহার অর্থ গ্রহণ করা অবৈধ। এস্থলে বাধ্যতামূলকভাবে জান্নাতের সর্বজবিদিত বা পূর্ব বর্ণিত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। জান্নাতের সর্ববিদিত অর্থ বেহেশত এবং আয়াতের পূর্বে সেই সর্বজনবিদিত বেহেশতেরই উল্লেখ এবং আলোচনা হইয়াছে। ভূ-পৃষ্ঠস্থ কোন কানন বা বাগিচার উল্লেখ পূর্বে কোথাও হয় নাই।

এদদ্ভিন্ন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত দুইটি সহীহ্ হাদীছ এ সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ। প্রথমটি হইল– বরযখী জগতে হযরত মূসা ও আদমের মধ্যে যে প্রীতি ও সৌজন্যমূলক একটা বিতর্কালাপ হইয়াছিল; সেই হাদীছে ঐ বিতর্কেরই বিবরণ রহিয়াছে। সেই হাদীছে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত মূসার যে উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম সর্বজনবিদিত বেহেশতেই অবস্থানরত ছিলেন। আল্লাহ তাআলার আদেশের বিপরীত কার্যের দরুন তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

এই ধরনের বিবরণ সূরা আ'রাফ–৮ পারা, ১ রুকুর মধ্যেও আছে।

فَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى -

আমি আদমকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে, ইবলীস তোমার এবং তোমার জীবনসঙ্গিনীর পক্ষে পরম শত্রু। সর্বদা সতর্ক থাকিও, সে যেন চক্রান্ত করিয়া তোমাদেরকে এই বেহেশত হইতে বহিষ্কার করিতে না পারে, অন্যথায় তোমরা বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িবে।

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى - وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى -

বেহেশতে সব রকম সুব্যবস্থাই রহিয়াছে– এখানে তোমাদের ক্ষুধা পাইতে হইবে না, বস্ত্রহীন থাকিতে হইবে না* এখানে তোমরা পিপাসাতুর হইবে না, রৌদ্রের কষ্ট ভোগ করিবে না। (পারা-১৬; রুকু-১৬)

ইবলিস কর্তৃক ও হাওয়াকে প্রতারিত করার ঘটনা

হযরত আদম ও হাওয়া বেহেশতের মধ্যে পরম সুখ-শান্তির জীবন যাপন করিতে ছিলেন। আল্লাহ তাআলার আদেশ বিরোধী কাজ করার আদৌ কোন কল্পনা তাঁহাদের দেলের কোন নিভৃত কোনেও ছিল না। ইবলীস তাঁহাদের শত্রুতায় পূর্ব হইতেই লাগিয়াছিল। সে ইহাই ভবিল ও স্থির করিল যে, তাঁহাদেরকে আল্লাহর আদেশ বিরোধী কাজ করাইতে পারিলেই তাঁহারা এই সুখ-শান্তিময় বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইবেন। ইবলীস তদবীরে লাগিয়া গেল-কিরূপে আদম ও হাওয়াকে আল্লাহর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত করান যায়।

বেহেশতের মধ্যে আদম ও হাওয়ার প্রতি এই একটি আদেশ ছিল যে, তোমরা ঐ বিশেষ বৃক্ষের ফল খাইও না– উহার কাছেও যাইও না। শয়তান এই পথেই স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের সুযোগ লাভে সচেষ্ট হইল।

শয়তান বেহেশত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, সে তথায় বসবাস করিতে পারিত না, কিন্তু সাধারণ

দ্বিতীয় হাদীছটি তদ্রূপই বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত শাফাআ'তের হাদীছ– হাশরের ময়দানে সমস্ত লোক যখন বিচলিত অবস্থায় শাফাআ'ত বা সুপারিশের জন্য হযরত আদমের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন আদম (আঃ) তাহদের সম্মুখে যে উক্তি করিবেন তাহার বিবরণ সেই হাদীছে আছে, উহা দ্বারাও ঐ কথাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

বলিতে দুঃখ হয় যে, একজন সুপণ্ডিত তথাকথিত তফসীরুল কোরআনে আলোচ্য বিষয়বস্তুটির সমালোচনা করিতে যাইয়া, প্রথম হাদীছটি সম্পর্কে ত কিছু বলিতে সাহস করেন নাই বা উহা তিনি অবগত নহেন। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছটিকে তিনি ভিত্তিহীন ঠাওরাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বয়ংকৃত উহার ভুল অনুবাদের পেঁচে ফেলিয়া অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থা আঁটিয়াছেন। "মালাহেম" শব্দটি কঠিন একটি আরবী শব্দ। তিনি "মালাহেম" শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "ভাবী ঘটনা সংক্রান্ত"। এই অনুবাদ সূত্রে তিনি আলোচ্য হাদীছকে মালাহেমের আওতাভুক্ত করিয়া "মালাহেম" সম্পর্কীয় হাদীছ সম্বন্ধে ইমাম আহমদ প্রমুখের একটি উক্তিকে আলোচ্য হাদীছটির উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। কি জঘন্য কারসাজি!

পাঠকবর্গ যেকোন উপায়ে ইচ্ছা আপনারা তলাইয়া দেখিতে পারেন, "মালাহেম" শব্দের যে অর্থ পণ্ডিত সাহেব করিয়াছেন তাহা কোন ক্রমেই সত্য নহে, উহা একটি ভিত্তিহীন মিথ্যা ও ধোঁকা মাত্র ملاحم মালাহেম" শব্দের অর্থ মারামারি-কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ। মারামারি-কাটাকাটি যুদ্ধ-বিগ্রহের ভাবী ঘটনাসমূহ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ কোন কোন অতিরঞ্জিত কাহিনী হাদীছ নামে প্রচলিত ছিল, সেইগুলিই হইল ইমাম আহমদ প্রমুখের উক্তির উদ্দেশ্য। শাফাআ'ত সংক্রান্ত হাদীছের সঙ্গে ঐ উক্তির কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। বোখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত শাফাআ'ত সংক্রান্ত একটি সর্বসম্মত সহীহ হাদীছকে প্রবঞ্চনামূলকভাবে মালাহেম তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত হাদীছ নামে আখ্যায়িত করিয়া উহার উপর কটাক্ষ করা দুঃখজনক বৈ নহে।

আদমের ঘটনায় "জান্নাত"কে সর্বজনবিদিত বেহেশত অর্থে লওয়া সম্পর্কে পণ্ডিত সাহেব কতকগুলি অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার জানা উচিত যে, মানুষ যখন কর্মফলস্বরূপ বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখনকার কথা ভিন্ন হইবে। আদম-হাওয়া আলোচ্য ঘটনা তথায় কর্মফল ভোগ স্বরূপ ছিলেন না; বরং মেহমানস্বরূপ ছিলেন।

* খৃষ্টানদের বাইবেলে যে গর্হিত কথাবার্তা আছে, উহার একটা নমুনা বাইবেল আদি পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে, জান্নাতে "আদম ও তাঁহার স্ত্রী উলঙ্গ থাকিতেন, তাঁহাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" কিরূপ যুক্তিহীন কথা। যেখানে আদম-হাওয়ার এত সুখ-শান্তি, আদর-যত্ন এবং মান-মর্যাদা, সেখানে তাঁহারা উলঙ্গ থাকিবেন, ইহা কি সম্ভব? কখনও নহে, ইহা মিথ্যা মন্তব্য।

এ সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত ও সত্য বিবরণ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে ولا تعرى "হে আদম! বেহেশতের মধ্যে আপনি বস্ত্রহীন থাকিবেন না, সকল প্রকার মনোরম মান-মর্যাদার লেবাস-পোশাক আপনার জন্য উপস্থিত রহিয়াছে।" এতদ্ভিন্ন সূরা আ'রাফ পারা-৮; রুকু-১০-এর একটি আয়াতের দ্বারাও সম্যক প্রমাণিত হয় যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে তাঁহাদের উভয়ই লেবাস-পোশাক সুসজ্জিত থাকিতেন।

যাতায়াতে হয়ত খুব কড়াকড়ি ছিল না, যেরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত কোন অপরাধীর অবস্থা হইয়া থাকে। কিম্বা বেহেশতের বাহিরে থাকিয়াই আদম ও হাওয়ার সঙ্গে কথোপকথনের বা তাঁহাদের মনের মধ্যে অছঅছা সৃষ্টির সুযোগ ছিল, যেরূপ এখনও আছে। এই ধরনের কোন সুযোগে ইবলীস, আদম ও হাওয়াকে নিম্নরূপ প্রতারণামূলক বুঝ দিল!

ইবলীস হযরত আদম ও হাওয়াকে ধোঁকা ও প্রতারণাস্বরূপ বলিল, ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষটির তাছির বা প্রতিক্রিয়া এই যে, উহার ফল খাইলে অমর জিন্দেগী লাভ হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ফেরেশতাদের ন্যায় আশঙ্কাহীন ও অবিচ্ছেদ্যরূপে লাভ হয়। আপনাদের সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ তাছির ও প্রতিক্রিয়া বরদাশত করিয়া নেওয়ার মত শক্তি না থাকায় আল্লাহ তাআলা আপনাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এখন আপনারা বেহেশতের মধ্যে কিছুকাল বসবাস করার দরুন আপনাদের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চয় হইয়াছে। অতএব, এখন ঐ বৃক্ষের ফল আপনারা খাইলে সহজেই উহার উপরোক্ত দুইটি প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল লাভ করিতে পারিবেন।

ইবলীস সর্বাধিক ধোঁকা ইহাও দিল যে, তাহার উল্লিখিত প্রবঞ্চনাময় উক্তির সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর নামের কসম ব্যবহার করিল এবং নিজে আদম ও হাওয়ার মহা উপকারী বন্ধু হওয়ার দাবীও করিল।

অমরভাবে আল্লাহ তায়ালার অবিচ্ছেদ্য নৈকট্য লাভের লালসা স্পৃহা হযরত আদম ও হাওয়ার কি পরিমাণ থাকিতে পারে তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। এদিকে হযরত আদম ও হাওয়া ইতিপূর্বে কখনও আর "মিথ্যা" শুনেন নাই, মিথ্যা কি জিনিস তাহা তাঁহারা জানেন না, তদুপরি আল্লাহর নামের কসম মিশ্রিত উক্তি অবাস্তব হইতে পারে এরূপ ধারণাও তাঁহাদের অন্তরে স্থান পাইল না। ফলে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ধারে না যাইবার যে এক অনড় অটল মনোভাব তাঁহাদের ছিল তাহা শিথিল হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া ফেলিলেন। এই বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপে রহিয়াছে–

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۔ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۔ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ۔

অতপর শয়তান আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল; তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, (নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়া তাঁহাদেরকে বেহেশত হইতে বাহির করিবে এবং উপস্থিত) একজনকে অপর জনের সম্মুখে উলঙ্গ (করিয়া অপমানিত) করিবে। সে আদম ও হাওয়াকে বুঝাইল, তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে ঐ বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য বারণ করিয়াছিলেন যে, তোমরা (উহা খাইয়া) অমর ফেরেশতা ও হওয়ার) প্রতিক্রিয়ায় ভারাক্রান্ত)) না হইয়া পড়; (যাহা সহ্য করার শক্তি তখন তোমাদের ছিল না, সুতরাং ঐ নিষেধাজ্ঞা সাময়িক ছিল।) আর ইবলীস আদম-হাওয়াকে কসম খাইয়া বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। ইবলীস এই প্রবঞ্চনাময় বুঝ-প্রবোধে আদম-হাওয়াকে প্রতারিত করিয়া তাঁহাদের শিথিল করিয়া দিল এবং তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিল। (পারা– ৮; রুকু– ৯)

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ۔

অতঃপর শয়তান আদমকে অছঅছা– কুমন্ত্রণা দিল এই বলিয়া যে, হে আদম তোমাকে অমর হইবার এবং অবিচ্ছেদ্য বাদশাহী লাভের বৃক্ষের খোঁজ দিব কি? (সূরা তা-হা ঃ পারা–১৬; রুকু–১৬)

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পরিণাম

ইবলীসের প্রবঞ্চনা প্রতারণায় আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া ফেলিলেন। ফলে তাঁহাদের বেহেশতী লেবাস-পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়া গেল, তাঁহারা বিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত কোন উপায় না পাইয়া বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের সতর ঢাকার চেষ্টা করিলেন। এদিকে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহাদের প্রতি কৈফিয়ত তলবের ডাক পড়িল। পবিত্র কোরআনে উহার বিবরণ (পারা- ৮; রুকু- ৯)

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

ঐ বৃক্ষের ফল মুখে রাখার সঙ্গে সঙ্গে (বেহেশতী লেবাস পোশাক বিচ্ছিন্ন হইয়া) তাঁহাদের একের সম্মুখে অপরের গুপ্ত শরীরাংশ উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং তাঁহারা উভয়ের বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা আবরণ সৃষ্টি করায় সচেষ্ট হইলেন। আর প্রভু পরওয়ারদেগার তাঁহাদের ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম না এবং বলিয়াছিলাম না যে, জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের ঘোর শত্রু (তোমরা তাহার হইতে সতর্ক থাকিও)!

فَاَكَلَا مِنْهُمَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى -

আদম ও হাওয়া উভয়ে (শয়তানের প্রবঞ্চনায়) ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে তাঁহাদের পরস্পর গুপ্ত শরীরাংশ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল এবং তাঁহারা উভয়ে বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের উপর আবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন। আদম তাঁহার প্রভুর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত হইয়া ভুল করিয়া বসিলেন। (সূরা ত্বাহাঃ পারা- ১৬; রুকু- ১৬)

বেহেশতী পোশাক বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রসঙ্গ

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا বলা হইয়াছে।
بَدَتْ বাদাত" অর্থ প্রকাশ হইয়া যাওয়া-গুপ্ত না থাকা।
سَوْاٰةٌ ছাওআত" শব্দের দুই অর্থ- (১) গুপ্তাঙ্গ (২) খারাপ খাসলত।

অধুনা হাল-ফ্যাশনের তফসীরকারদেরকে সাধারণত দেখা যায় তাহারা "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ায় বস্তুতই হযরত আদম ও হাওয়ার বেহেশতী পোশাক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল- এই প্রসঙ্গটি সরাসরিপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে। তাহারা উল্লিখিত শব্দগুলির নানারূপ উপঅর্থের দিকে ছুটাছুটি করিয়া থাকে, অথচ এই প্রসঙ্গটি অন্য এক আয়াতে (পারা- ৮; রুকু- ১০) অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে-

ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما -

"শয়তান আদম ও হাওয়াকে এমন কাজে লিপ্ত করিল, যদ্বারা সে তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র তাঁহাদের হইতে খসাইয়া ফেলিল। ফলে উভয়ের গুপ্ত শরীরাংশ পরস্পরের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিল- এইরূপে তাঁহাদিগকে অপমান করিল।"

বেহেশত হইতে বাহির হওয়ার আদেশ

আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে অভিযুক্ত করিয়া বেহেশত ত্যাগেরও নির্দেশ দিলেন। পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারায় ও সূরা আ'রাফে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের প্রতি এই নির্দেশ জারি করিলেন– اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ "তোমরা (বেহেশত হইতে) নামিয়া যাও; তোমাদের মধ্যে শত্রুতা চলিবে।" অর্থাৎ বেহেশত হইতে নামিয়া যাওয়ার শাস্তি ত আছেই, এতদ্ভিন্ন পরস্পর স্নায়ু-দ্বন্দ্বের মানসিক দুর্ভোগও তোমাদের ভুগিতে হইবে।

এস্থলে তফসীর বিশেষজ্ঞদের মতামত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ তফসীরকারের মত এই যে, উক্ত আদেশ অনতিবিলম্বে আদম ও হাওয়ার উপর কার্যকরী হইল। তাঁহারা ইহজগতে নিপতিত হইলেন, দুনিয়াতে নিপতিত হওয়া তাঁহাদের জন্য অপরাধের পরিণামস্বরূপ ছিল। অভিযুক্ত হওয়ার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দিন পর্যন্ত কান্নাকাটার পর আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হইয়া নিজেই ক্ষমা প্রার্থনার কতিপয় বাক্য তাঁহাদিগকে দান করিলেন। তাহার বদৌলতে তাঁহারা ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন না শুধু, বরং ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ তাআলার খলীফা হওয়ার মর্যাদাও লাভ করিলেন। যেমন, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া হাজত ভোগস্বরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, তারপর বরাতের জোরে সে তথায় জেলারের চাকুরী পাইয়া বসিল।

কোন কোন তফসীরকারের মত এই যে, অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দুনিয়াতে নিপতিত হওয়ার আদেশ হইয়াছিল বটে; কিন্তু সেই আদেশ কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই দারুণ কান্নাকাটা ও স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলীর মাধ্যমে তওবা-এস্তেগফারের দরুন সেই আদেশ মুলতবী হইয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন এবং বেহশতে থাকাবস্থায় খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া দুনিয়াতে পদার্পণ করিলেন।

অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা

হযরত আদম-হাওয়ার দ্বারা যখন অপরাধ সংঘটিত হইয়া গেল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিলেন; তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিজেদের অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষমার জন্য প্রভুর দরবারে নিজেদেরকে বিলীন করিয়া দিলেন। প্রভুর দরবারে করজোড়ে এমন কান্নাকাটা করিলেন যে, স্বয়ং প্রভুই তাঁহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনার মোনাজাত শিখাইয়া দিলেন। অবশেষে সেই মোনাজাতের বদৌলতে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন।

এখানেই একটি বিশেষ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তাহা হইল, ইবলীস এবং আদম-হাওয়ার মধ্যে বিরাট ব্যবধান। ইবলীস আল্লাহর আদেশ লংঘন করিয়া অভিযুক্ত হইলে পর সে আল্লার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, বাদানুবাদ ও কথা কাটাকাটি আরম্ভ করিয়াছিল, পরওয়ারদেগারে দরবারের গোড়ামি দেখাইয়াছিল– ইহাই ছিল তাহার ধ্বংসের কারণ। আর আদম ও হাওয়া আদেশ বিরোধী কাজে অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটির সহিত ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া নিজেদেরকে প্রভুর দরবারে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন– ইহাই ছিল তাঁহাদের চরম উন্নতির সোপান।

এই তথ্যের দ্বারা দুইটি বিশেষ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। প্রথম প্রশ্নটি হইল, এই কেলেঙ্কারির মূল ঐ বৃক্ষটি বেহেশতে রাখা হইয়াছিল কেন? এক কথায় প্রশ্নের উত্তর হইল– পরীক্ষার জন্য রাখা হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় হযরত আদম পাস করিয়াছিলেন কি ফেল করিয়াছিলেন? যদি বলা হয় ফেল করিয়াছিলেন তবে ভুল হইবে কারণ, মূলতঃ পরীক্ষার আসল বিষয়বস্তু শুধু এই ছিল না যে, ঐ বৃক্ষ

হইতে বিরত থাকিয়া আল্লাহ তাআলার আদেশের উপর স্থির থাকিতে পারেন কিনা? বরং পরীক্ষার মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি অধিক দৃষ্টি ছিল যে, ভুলের কারণে যদি আল্লাহর আদেশ লংঘিত হইয়া যায় তখন আদম কি করেন ইহা প্রকাশ্যরূপে দেখিয়া নেওয়া এবং সকলকে দেখাইয়া দেওয়াই ছিল এই পরীক্ষার মূল বিষয়বস্তু। কারণ, ইবলীস এখানেই পদস্খলিত হইয়াছিল। এই দৃষ্টিতে আদম (আঃ) এই পরীক্ষায় অতি উচ্চ মানে পাস করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্র্যশ্নটি এই যে, হযরত আদমকে আল্লাহ তাআলা যমীনে স্বীয় খলীফা বা প্রতিনিধি বানাইবেন সেই জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টির করার পর তাঁহাকে বেহেশতে কেন রাখিলেন, এই বৃক্ষের কেলেঙ্কারিতে কেন ফেলিলেন?

শুই প্রশ্নের মীমাংসাও উক্ত তথ্য দ্বারা সহজেই বুঝে আসে যে, খস্খীফা বা প্রতিনিধিরূপে নিযুক্তির পূর্বে হযরত আদমের এই বিশেষ গুণটি সর্বসমক্ষে বিশেষতঃ আদম সৃষ্টির প্রতিবাদী গ্রুপ ফেরেশতাগণের সম্মুখে প্রকাশ করাইবার ইচ্ছায়ই আল্লাহ তাআলা বেহেশতের মধ্যে তথা ফেরেশতাদের মধ্যে আদমকে রাখিয়া এই ব্যবস্থা করিয়ছছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়ার জন্য দুইটি গুণের বিশেষ আবশ্যক। একটি হইল- যোগ্যতা, বা উপযুক্ততা, যাহা এল্‌ম তথা জ্ঞান বিদ্যার দ্বারা সম্পন্ন হইতে {ারে; সে সম্পর্কে প্রথমে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে হযরত আদমের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে। আর এক একটি গুণ হইল- ওয়াফাদারী ও ফর্মাবরদারী বা আনুগত্য ও আজ্ঞা বহন, যাহা আব্‌দিয়ত বা আল্লার গোলামীর দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। হযরত আদম যে এই আবদিয়তের গুণেও উচ্চ মানের অধিকারী ছিলেন, তাহা এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে।

ফেরেশতাগণের "আবদিয়ত" কামেল বা পূর্ণমাত্রায় ছিল; কিন্তু উহার মান এই হিসাবে নিম্ন ছিল যে, ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাফর্মানী করার মূল ধাতু সৃষ্টিগতভাবেই ছিল না। অতএব, ফেরেশতাগণ ত আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারী বা আনুগত্যে বাধ্য। পক্ষান্তরে জ্বিন এবং মধ্যে এই ইনসানের মধ্যে আল্লাহ তাআলাসৃষ্টিগতভাবে নাফরমানীর ধাতু রাখিয়াছেন যাহার প্রতিক্রিয়া ও নমুনা ইবলীসের দ্বারা সেজদার ঘটনায় এবং আদমের দ্বারা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। যেকোন কারণে নাফরমানী সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেগফার ও কান্নাকাটা করতঃ প্রভুপানে প্রত্যাবর্তন ও প্রভুর দরবারে নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়ার জয্‌বা স্পৃহা এবং এরূপ মনোবলও আল্লাহ তাআলা জ্বিন-ইনসানের মধ্যে রাখিয়াছেন। ইবলীস এই মনোবল ও সৎসাহস কাজে না লাগইবার দরুন বিতাড়িত ও চির অভিশপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া এই মনোবলের সদ্ব্যবহার করিয়াই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই কান্নাকাটি, তওবা-এস্তেগফার ও প্রভুপানে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে যে আব্‌দিয়ত, আত্ম নিবেদন, আনুগত্য ও দাসত্বের বিকাশ হইয়াছে, উহার মান অতি উচ্চ।* আদমের এই উচ্চ মানসম্পন্ন আব্‌দিয়তই এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতীয়মান করা হইয়াছে।

বলাবাহুল্য, ফেরেশতাদের সম্মুখে আদম ও হাওয়ার এই আবদিয়তকে প্রতিপন্ন করিয়া দেখানটা বড়ই অবস্থা উপযোগী হইয়াছে। কারণ জ্বিনদের উপর কেয়াস করিয়া বা যেকোন কারণে ফেরেশতাগণ আদম সৃষ্টির গোড়াপত্তনের আগেই আদম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, " يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ফেতনা-ফাসাদ, মারা মারি ইত্যাদি নাফরমানীতে লিপ্ত হইবেন।"

এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে দেখাইয়া দিলেন- যে দোষটির প্রতি অঙ্গুলি

* ফেরেশতা ও আদম উভয়ের আব্‌দিয়তের পার্থক্যটা অতি সহজেই নজরে পড়ে; একটা সরল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন যে, এক হইল পুরুষত্বহীন ব্যক্তির জেনা বা ব্যভিচার হইতে বাঁচিয়া থাকা। আর এক হইল সব রকম শক্তি-সামর্থ্য এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জেনা ব্যাভিচার হইতে সংযমী থাকা।

নির্দেশ করা হইয়াছে উহার মস্ত বড় প্রতিষেধকও যে আদমের মধ্যে হইবে তাহা তোমাদের জানা নাই اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ "তোমরা যাহা জান না তাহা আমি জানি।" সেই প্রতিষেধক হইল, নাফরমানীর সঙ্গে সঙ্গে তওবা-এস্তেফার– প্রভুপানে পুনঃ প্রত্যাবর্তন, প্রভুর দরবারে আত্ম-নিবেদন ও নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া। এই প্রতিষেধকের মাধ্যমে আদম চরম উন্নতি লাভ করিবে; বস্তুতঃ তিনি তাহা লাভ করিয়াছেনও–

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۔ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ۔

"আদম স্বীয় প্রভুর আদেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত হইয়া কসুর করিয়াছিল বটে, (কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিষেধক তওবা-এস্তেগফার ও পুনঃ প্রত্যাবর্তনের দরুন) পরে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অধিক নৈকট্য দান করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন।" (সূরা ত্বা-হাঃ পারা– ১৬; রুকু– ১৬)

এই সব নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন দৃষ্টে বেহেশতে ফেরেশতাদের মধ্যে আদমের অবস্থান কতই না সমীচীন ছিল, কতই না তথ্যপূর্ণ ও রহস্যপূর্ণ ছিল! এবং আল্লাহ তাআলা যে সূচনায়ই বলিয়াছেন, اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ "নিশ্চয় আমি ঐ সব তথ্য ও রহস্য জানি যাহা তোমরা জান না" ধাপে ধাপে এই ঘোষণারই বিকাশ হইয়াছিল। হযরত আদম ও হাওয়ার তওবা-এস্তেগফার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা এই–

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔

আদম হাওয়া (কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর দরবারে করজোড়ে) বলিলেন, হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমরা অপরাধী; নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করিয়াছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইব।

(সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৮; রুকু– ৯)

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۔ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔

(কান্না ও দোয়ার ফলে) আদম স্বীয় প্রভু হইতে কতিপয় বাক্য প্রাপ্ত হইলেন (সেই বাক্যাবলীর বদৌলতে) আল্লাহ আদমের তওবা কবুল করিলেন; আল্লাহ তাওবা কবুলকারী দয়ালূ। (সূরা বাকারাঃ পারা-১, রুকু–৪)

এস্থলে দুইটি বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। একটি এই যে, হযরত আদম ও হাওয়ার তওবা কবুল হইয়াছিল কোন্ সময়? অপরটি এই যে, সেই মোনাজাত বা বাক্যগুলি কি ছিল, যাহা হযরত আদম আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? উভয় বিষয় সম্পর্কে তফসীরকারগণের মতভেদ আছে।

সাধারণতঃ তফছীরকারগণের মতামত ইহাই দেখা যায় যে, হযরত আদম ও হাওয়া অভিযুক্ত হওয়ার পর কান্নাকাটা করিতে লাগিলেন, ইহজগতে নিপতিত হইয়াও কান্নাকটায় নিমগ্ন ইহলেন। ইহজগতে নিপতিত হওয়ার বহু দিন পর আল্লাহ তায়ালারই তরফ হইতে কতকগুলি বিশেষ বাক্য প্রাপ্ত হইলেন, যাহার দ্বারা মোনাজাত করার পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোন কোন তফসীরকারের মত এই যে, বেহেশতে থাকাকালেই তওবা-এস্তেগফার ও আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলীর বদৌলতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সূরা বাকারাহ আয়াতে فَتَلَقّٰى এবং فَتَابَ শব্দদ্বয়ের ف 'ফা" অব্যয়টি দৃষ্টে এই মতামতকে অগ্রগণ্য বলিতে হয়। কারণ ف ফা" অব্যয় এই কথাই বাঝুাইয়া থাকে যে, উহার পরবর্তী বিষয়টি উহার পূর্ববর্তী বিষয়ের পরে অনতিবিলম্বেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণ আয়াতের মর্ম হইবে এই– আদম ও হাওয়ার অপরাধ সংঘটিত হইল এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করতঃ শাস্তিমূলকভাবে বেহেশত হইতে নামিয়া যাওয়ার আদেশ করিলেন। অতপর অনতিবিলম্বে

আদম (এবং হাওয়া) কান্নাকাটির বদৌলতে আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী প্রাপ্ত হইয়া উহা দ্বারা তওবা করিলেন; অনতিবিলম্বে তাঁহাদের তওবা আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করিলেন, শাস্তিও রহিত হইয়া গেল। তারপর আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে দুনিয়াতে খলীফা বা প্রতিনিধিস্বরূপ পদার্পণের আদেশ করিলেন। এই মতাবলম্বী তফসীরকারগণের তফসীরই পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে প্রথমোক্ত আদেশ তথা অভিযুক্ত থাকাকালীন আল্লাহ তাআলা আদম ও হাওয়াকে শাস্তিমূলক যে আদেশ দিয়াছিলেন, اِهْبِطُوْا "বেহেশত হইতে নীচে নামিয়া যাও" –ঐ আদেশ কার্যকরী হইয়াছিল না।

প্রথম মতটিকে এই দৃষ্টে অগ্রগণ্য মনে করা হয় যে, এ সম্পর্কে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আদম ও হাওয়া উভয়ে নিজেদের ভুলের জন্য দীর্ঘ দুইশ বৎসরকাল আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিয়াছিলেন। (রুহুল মাআনী, (সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৮; রুকু– ৯)

এই মতাবলম্বী তফসীরকারগণই বলিয়া থাকেন (সূরা আ'রাফঃ পারা–৮; রুকু–৯) যে সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা হইয়াছে যে, অভিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তওবা কবুল হয় নাই, বরং আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে শাস্তিস্বরূপ বেহেশত হইতে নামাইয়া ইহজগতে নিপতিত করিয়াছিলেন এবং বহিষ্কৃত হওয়ার আদেশ কার্যকরী করিয়াছিলেন।

সে মতে এস্থলে মস্ত বড় প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ, সূরা বাকারার বিবরণের মধ্যে দেখা যায়, হযরত আদম ভুল করার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতি اِهْبِطُوْا নীচে নামিয়া যাও" বলিয়া ইহজগতে নিপতিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং আলোচ্য তফসীরকারকর্গণের মতে এই আদেশ কার্যকরীও হইল। অতপর আল্লাহ তাআলা আদমের তওবা কবুল করিলেন। তওবা কবুল হওয়ার পরবর্তী অবস্থার বিবরণ সম্পর্কে তথায় উল্লেখ আছে যে, তারপর পুনঃ আল্লাহ তাআলা বলিলেন قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا এস্থলেও সেই اِهْبِطُوْا নীচে নামিয়া যাও" শব্দটি ব্যবহৃত হইল। এখন প্রশ্ন এই যে, তওবা কবুল হওয়ার পূর্বেও যেই আদেশ ছিল اِهْبِطُوْا "নীচে নামিয়া যাও" পরেও সেই আদেশ দেখা যায় اِهْبِطُوْا ।সুতরাং তওবা কবুল হওয়ার ফলাফল কি হইল এবং প্রথম বারের আদেশ "নীচে নামিয়া যাও" কার্যকরী হইয়া ইহজগতে নিপতিত হওয়ার পর দ্বিতীয় বারের "নীচে নামিয়া যাও" আদেশের কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র কোথায়?

এই প্রশ্নটির উত্তর এই যে, উভয় আদেশের শব্দ এক হইলেও অর্থ ও উদ্দেশ্যের বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। প্রথম اهبطوا -এর অর্থ হইল "নীচে নামিয়া যাও" আর দ্বিতীয় اهبطوا -এর অর্থ হইল "নীচে থাক" এবং প্রথম আদেশটি ছিল শাস্তিমূলক, দ্বিতীয় আদেশটি খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগমূলক। অর্থাৎ আদম ও হাওয়াকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় ফেলিলেন শাস্তিমূলকভাবে; পরে তাঁহাদের তওবা কবুল হইলে তাঁহাদিগকে দুনিয়াতে বসবাস করিতে বলিলেন– কিন্তু মনোনীত খলীফা ও প্রতিনিধিরূপে উভয় নির্দেশের ব্যবধানটা অতি সুস্পষ্ট।* এই ধাপেই আল্লাহ তাআলার হেকমতপূর্ণ সুদীর্ঘ লীলার মাধ্যমে মূল ঘটনার প্রথম কথা– আদমের খলীফা হওয়া বাস্তবে রূপায়িত হইল।

দ্বিতীয় বিষয় তথা আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী বা মোনাজাত কি ছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বর্ণিত আছে। বিশিষ্ট তাবেয়ী ও মোফাস্‌সের মোজাহেদ (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে–

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ خَيْرُ
اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ
اَلْغَافِرِيْنَ - اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ

* একটি নজির লক্ষ্য করুন। একজন সুশিক্ষিত লোককে তাহার কোন অপরাধের দরুন জেলে দেওয়া হইল এবং তথায় তাঁহাকে কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হইল। কারাভোগ শেষ করিয়া মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তথাকার জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টরূপে মনোনীত করিয়া তাহার নিয়োগ-পত্রের ঘোষণা দিয়া দেওয়া হইল এবং জেলকর্তারূপে জেলখানারই অফিসের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হইল; উভয়ের পার্থক্য কত সুস্পষ্ট।

خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– একমাত্র তুমিই মা'বুদ, তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম (তোমার আদেশ লংঘন করিয়া) নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (এখন কোন উপায় নাই); সুতরাং তুমিই আমাকে ক্ষমা কর, তুমি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী। হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– একমাত্র তুমিই মা'বুদ, তুমি পাক-পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (আর কোন উপায় নাই); অতএব তুমি আমার প্রতি দয়া কর, তুমি সর্বোত্তম দয়ালু। হে আল্লাহ! তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– একমাত্র তুমিই মা'বুদ, তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আমি নরাধম নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি; (আমার কোন উপায় নাই); অতএব, তুমি আমার তওবা কবুল কর, তুমিই সকলের তওবা কবুলকারী অতিশয় দয়ালু।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) ছাহাবী আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থ ঃ পাক-পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, অতি মহান তোমার নাম এবং অতি উচ্চ তোমার মহত্ত্ব; তুমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বুদ নাই– তুমি একমাত্র মা'বুদ। আমি (তোমার আদেশ লংঘন করিয়া) নিজেই নিজের ক্ষতি করিয়াছি (আমার আর কোন উপায় নাই।) অতএব, তুমি আমায় ক্ষমা কর, ইহা নিশ্চিতরূপে অবধারিত যে, তুমি ভিন্ন আর কেহ মাফ করিতে পারে না–গোনাহ মাফ করার ক্ষমতা একমাত্র তোমারই।

তফসীরে রুহুল মা'আনী কিতাবে এই দোয়াটি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, পবিত্র কোরআনে সূরা আ'রাফে হযরত আদম ও হাওয়ার বিনীত আরাধনারূপে যাহা উল্লেখ আছে উহাই সেই আল্লাহ প্রদত্ত বাক্যাবলী, যাহা এই–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! (আমরা তোমার আদেশ লংঘন করিয়া) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর, তুমি যদি আমাদের প্রতি রহম না কর তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত সর্বহারাদের দলভুক্ত হইয়া যাইব।

হযরত আদম ও হাওয়া এই মোনাজাতই আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই মোনাজাত দ্বারাই কান্নাকাটি করিয়াছিলেন এবং ইহার বদৌলতেই আল্লাহ তাঁআলা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া সম্পর্কে মা হাওয়ার ভূমিকা

পবিত্র কোরআনে ঘটনার বর্ণনায় দেখা যায় যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া, উহার জন্য অভিযুক্ত হওয়া, তদ্দরুন বেহেশত হইতে বহিষ্কারাদেশ এবং আল্লাহর দরবারে তওবা-এস্তেগফার ইত্যাদি সব ব্যাপারেই দ্বিবচনবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যদ্দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এই ব্যাপারে হযরত আদম ও হাওয়া

উভয়ই সমভাবে জড়িত ছিলেন। এমনকি, শয়তান যে অছ্অছা কুমন্ত্রণা প্রয়োগ করিয়াছিল এবং যত রকম তয়-তদবীর ও প্রবঞ্চনামূলক বুঝ-প্রবোধ দান করিয়াছিল, ঐ সবের বিবরণ দানেও পবিত্র কোরআন আদম ও হাওয়া উভয়কে লক্ষ্য করিয়া দ্বিবচনবাচক শব্দই ব্যবহার করিয়াছে। সুতরাং ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, মূলতঃ উভয়েই শয়তানের প্রবঞ্চনায় ভুলে পতিত হইয়াছিলেন। অতএব, উভয়েই সমানভাবে অভিযোগের পাত্র হইয়াছিলেন। হাঁ এতটুকু সত্য যে, উভয়ে শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া যাওয়ার পর মা হাওয়া প্রথমে ঐ ফল খাইয়াছিলেন এবং শয়তানের প্রবঞ্চনায় হযরত আদম যে ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইতেছিলেন মা হাওয়া উহার প্রতি অধিক আকর্ষণ যোগাইয়াছিলেন; এতটুকু বিষয়ের প্রতিই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। ইহাতে অপরাধ বা অভিযোগের মাত্রায় কমবেশ হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বাইবেলের মধ্যে ঘটনার সমস্ত দোষ মা হাওয়ার উপর চাপান হইয়াছে, যদ্দরুন খৃষ্টানদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে মাতৃজাতি– নারীগণকে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে– ইহা অতিরঞ্জিত ও ভুল।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لاَ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا -

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি আসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– গোশত (ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বেশী সময় থাকিলে) পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া যায়, ইহার সূচনা বনী ইসরাঈলদের ঘটনা হইতে এবং স্ত্রী (অনেক সময়) নিজ স্বামীকে ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হওয়ায় প্রভাবান্বিত করে, ইহার সূচনা মা হাওয়ার ঘটনা হইতে।

ব্যাখ্যা ঃ বনী ইসরাঈলগণ তাহাদের নিজ কৃত এক অন্যায় ও গোনাহের ফলে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সীনা উপত্যকাস্থিত বসতিবিহীন বিশাল মরুভূমিতে দিগভ্রান্ত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই দানা-পানিবিহীন মরুভূমিতে থাকাকালেও রহমানুর রহীম আল্লাহ তাআলা তাহাদের পানাহারের ব্যবস্থা অস্বাভাবিকরূপে করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য আল্লাহ তাআলা তথায় দুই প্রকার বস্তু প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়া দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে একটি 'বটের' নামক এক প্রকার পাখী। এই পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে তথায় নামিয়া আসিত এবং বনী ইসরাঈলদের জন্য ইহা শিকার করা অতীব সহজসাধ্য হইত। এইসব বর্ণনা কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

এই সময় বনী ইসরাঈলদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ছিল যে, তোমরা প্রতিদিন নিজ নিজ প্রয়োজন পরিমাণ "বটের" পাখি ধরিয়া জবাই করিয়া খাইতে পারিবে; কিন্তু সঞ্চয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের বেশী জবাই করিতে পারিবে না। তাহারা সেই আদেশ অমান্য করিল এবং সঞ্চয়ের উদ্দেশে অতিরিক্ত পরিমাণে ঐ পাখি জবাই করিয়া গোশত জমা করিতে আরম্ভ করিল। আল্লাহ তাআলা তাহাদের এই কার্যের শাস্তিস্বরূপ সঞ্চিত গোশত পচাইয়া দুর্গন্ধময় করিয়া দিবার উপকরণ বাতাসের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তখন হইতেই গোশত ইত্যাদি কাচা দ্রব্য পচন ও দুর্গন্ধময় হওয়ার সূচনা হয়। এই বিষয়টির প্রতিই আলোচ্য হাদীছের প্রথমাংশে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এই তথ্য প্রকাশ করিয়া সতর্কতামূলক একটি বিশেষ উপদেশ আমাদিগকে দিয়াছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের আদেশ অমান্য করিলে মানুষের শুধু আখেরাতের ক্ষতিই সাধিত হয় না, বরং এই পার্থিব জীবনেও নানা প্রকারের কষ্ট বিড়ম্বনার সীমা-পরিসীমা থাকে না। আলো-বাতাস, বৃষ্টি-বাদল, আগুন, পানি ইত্যাদি তথা বিশ্বের আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বতের প্রতিটি বস্তু যাহা আমাদের সর্বপ্রকারের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে– এইগুলিই সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসের উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। ঝড়-তুফান, কীট-পতঙ্গ, ভূকম্পন বন্যা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশে দেশে ধ্বংসকরী যে

প্রলয়কাণ্ড ও দুর্ভিক্ষ-মহামারী সংঘটিত হয়; অনেক সময় আল্লাহর আদেশ বিরোধী কার্যাবলীই এই সবের মূল কারণরূপে বর্তমান থাকে। এমনকি আল্লাহর আদেশের বিরোধিতার বিষময় ফল অনেক সময় স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত তথ্য প্রকাশের দ্বারা উম্মতকে এই ভয়াবহ বিষয়টি সম্পর্কেই সতর্ক করিয়াছেন। এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনেও স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইয়াছে–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ .....

অর্থঃ (অনেক সময়) জলে স্থলে নানারকমের দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মানুষের কৃত অসৎ কার্যের কুফল ভোগ করাইবার উদ্দেশে সৃষ্টি হইয়া থাকে- যেন তাহারা এই দুর্যোগ ভোগের পর (স্বীয় কু কর্ম হইতে) ফিরিয়া আসে। (পারা- ২১; রুকু- ৮)

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীছ এবং উল্লিখিত আয়াতের সতর্কবাণী দ্বারা আমাদের একটি বড় উপদেশ এই গ্রহণ করিতে হইবে যে, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ও জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি হইতে বাঁচার জন্য বাহ্যিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায় অবলম্বন করার সঙ্গে, বরং তদপেক্ষাও অধিক তৎপরতার সহিত আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের আদেশ-নিষেধাবলী পালন এবং নিজেদের কৃত ত্রুটি ও গোনাহ হইতে তওবা-এস্তেগফার করায় মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

সুফীকুল শিরোমণি দার্শনিক কবি মাওলানা রুমী এই মর্মে বলিয়াছেন–

غم چون اید زود استغفار کن # غم بامر خالق امد کار کن

"দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইলে তৎক্ষণাৎ তওবা এস্তেগফার কর। কারণ দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টিকর্তার আদেশ ব্যতীত আসিতে পারে না। তাই সৃষ্টিকর্তাকে রাজি করার কার্যে তৎপর হও।"

দুনিয়া দারুল আসবাব, অর্থাৎ সাধারণতঃ কার্যকারণের মাধ্যমে কার্যসমূহ সমাধা হইয়া থাকে, তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা যে কারণেই সৃষ্টি করুন না কেন, তাহা সাধারণতঃ বান-তুফান, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি উপকরণের মাধ্যমেই ঘটাইয়া থাকেন। আমরা এমন বোকা যে, এইসব দুঃখ-কষ্ট, দুর্যোগ-দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য উপকরণসমূহের পিছনেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া থাকি। সৃষ্টিকর্তাকে রাজি করার প্রতি তৎপরতা দেখাই না। ইহাই হইল আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা একটা জানোয়ার হইতেও বোকা। লক্ষ্য করুন! একটা কুকুরকে দূর হইতে একটি পাথর মারিয়া আঘাত করা হইলে যদিও বাহ্যতঃ কুকুরের শরীরে পাথরই আঘাত হানিয়াছে; কিন্তু কুকুর ঐ পাথরের প্রতি ধাবিত হইবে না; ইহা একটি বাস্তব ব্যাপার। আমরা বুদ্ধিমান জীব (Rational animal) হইয়া একটা সামান্য কুকুরের চেয়েও হীন বুদ্ধি হওয়ার পরিচয় দিয়া থাকি যে, আমরা পাথর নিক্ষেপকারীর প্রতি ধাবিত না হইয়া বরং শুধু পাথরটির প্রতি ধাবিত হইয়া থাকি।

আল্লাহ তাআলার আদেশ বিরোধী কার্যে লিপ্ত হওয়ায় গোশত পচিতে আরম্ভ করিল, গোনাহের কারণে দুর্যোগ আসে ইত্যাদি তথ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্বাস করা আপাততঃ কঠিন বোধ হইতে পারে; কিন্তু একটু গভীর অন্তরদৃষ্টি লইয়া সংস্কারমুক্ত মনে চিন্তা করিলেই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া পড়ে।

এ স্থলে একটি বাস্তবের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জাগতিক বস্তুনিচয়ের সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুধু স্বাভাবিক (Natural) নহে, বরং উহা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধের আওতায় পরিচালিত। যেমন আগুন আগুনের ক্রিয়া হইল জ্বালাইয়া দেওয়া, কিন্তু আগুনের এই ক্রিয়া শুধু স্বাভাবিক (Natural) নহে, বরং উহার এই ক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং তাঁহার আদেশ নিষেধের আওতায় পরিচালিত। তাই কোন কোন ঘটনায় দেখা যায় সত্যিকার আগুন আছে; কিন্তু একটি চুলের উপরও উহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় নাই। পবিত্র কোরআনে

বর্ণিত হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা এবং ছহীহ হাদীছে বর্ণিত এক অত্যাচারী কাফের রাজার কাহিনীতে একটি শিশু জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া অক্ষত থাকার ঘটনা উক্ত দাবীরই প্রকৃষ্ট নমুনা।

মো'মিন ও নেচারবাদী (Naturalist)-এর মধ্যে পার্থক্য ইহাই। মুমিনের এই ঈমান বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য কর্তব্য যে, প্রত্যেকটি জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন ও আজ্ঞাধীন রহিয়াছে।

এই দৃষ্টিতে আলোচ্য হাদীছের উপরোল্লিখিত বিষয়টি অনুধাবন করা অতি সহজ। কারণ, বাহ্যতঃ আবহাওয়া, বায়ু-বাতাসের প্রতিক্রিয়ায় পচনের সৃষ্টি হইয়া থাকে; কিন্তু বায়ু-বাতাসের এই ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন ও আজ্ঞাধীন। ইহার নমুনা পবিত্র কোরআনে তৃতীয় পারা দ্বিতীয় রুকুতে বর্ণিত হযরত 'ইউশা (আঃ) নবীর ঘটনা। সেই ঘটনায় সাধারণ পানাহারীয় পচনশীল বস্তু কোনরূপ বাহ্যিক (preservation বা Refregeration) রক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর কুদরতে দীর্ঘ একশ'ত বৎসরেও পচে নাই বলিয়া পবিত্র কোরআনেই স্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ -

"বরং তুমি একশ'ত বৎসর মৃত অবস্থায় রহিয়াছ; কিন্তু তোমার খাদ্য ও পানীয় বস্তুগুলি দেখ, ঐগুলি বিকৃত হয় নাই– পচে নাই, দুর্গন্ধী হয় নাই।"

সুতরাং ইহা বিশ্বাস করা অতি সহজ যে, বায়ু-বাতাসের মধ্যে এই ক্রিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার আদেশেই সৃষ্টি হইয়াছে এবং আলোচ্য হাদীছের মর্ম এই যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বায়ু-বাতাসের মধ্যে এই তেজস্ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি বনী ইসরাঈলদের উল্লিখিত ঘটনার ফলেই হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বাক্যটি হযরত আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।

এই ঘটনায় আদম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় ক্ষতিকর কার্যে পতিত হওয়ার মধ্যে তাঁহার স্ত্রী হাওয়ার প্রভাবও অনেকটা অগ্রসরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্তান-সন্ততি মাতা-পিতার দোষ-গুণের ধারক হওয়া স্বাভাবিক। সেই সূত্রেই মেয়েরা আদি মাতা হাওয়ার ঐ দোষটুকু এখনও বহন করিয়া থাকে। তাহারা অনেক সময় নিজ নিজ স্বামীকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাকে তাহারই ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত করিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য ইহাই। এই তথ্য প্রকাশ করিয়া রসূল (সঃ) দুইটি উপদেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথম এই যে, স্ত্রী যতই জ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, স্বামীকে অবশ্যই সতর্ক থাকিতে হইবে; কোন কাজেই নিজের সতর্কতার মধ্যে শিথিল হইয়া স্ত্রীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে না, বরং প্রথম হইতেই সতর্ক থাকিবে। কেননা, স্বামীকে, প্রভাবান্বিত করার কলা-কৌশল, ছলনা, চাতুরী ও দক্ষতা নারীদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় এই যে, কোন স্ত্রীর দ্বারা এরূপ কিছু সংঘটিত হইয়া গেলে তখন যথাসম্ভব এই ভাবিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে যে, এই স্বভাব ত আদি মাতার মীরাস।

হযরত আদমের ইতিহাস হইতে শিক্ষালাভ

ভূমিকায় বলা হইয়াছে, পবিত্র কোরআনে অনেক অনেক ঘটনার বিবরণ ও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু উহা কিস্‌সা-কাহিনী বা শুধু ইতিহাস পর্যায়ে নহে, বরং উপদেশ প্রদান ও উপদেশ গ্রহণ পর্যায়ে। বাস্তবিকই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর মাধ্যমে বহু মূল্যবান উপদেশ লাভের সুযোগ রহিয়াছে।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইতিহাস একটি বিশেষ উপদেশমূলক ইতিহাস। ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রকার উপদেশের বিষয়বস্তু রহিয়াছে। এস্থলে নমুনাস্বরূপ দুইটি উপদেশের

বিবরণ দান করা হইতেছে।

প্রথম উপদেশ ঃ ইবলীস শয়তানের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সে যে আমাদের কত বড় শত্রু তাহা মনে প্রাণে উপলব্ধি করা। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় ঘোষণা রহিয়াছে– শয়তান মানব জাতির পরম শত্রু। চিরজীবন তাহাকে পরম শত্রু গণ্য করিয়াই চলিবে। পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা মানবকে লক্ষ্য করিয়া তাহাই বলিয়াছেন, اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكَ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًا "নিশ্চিতরূপে জানিয়া শুনিয়া মনে গাথিয়া লইও – শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাহাকে চিরকাল শত্রুই গণ্য করিও।"

(পারা-২২; রুকু ১৩)

শয়তানকে মিত্রের পর্যায়ে রাখা, তাহার মন্ত্রণা ও পরামর্শ গ্রহণ করা তথা আল্লাহ ও আল্লার রসূলের আদেশ বিরোধী কাজ করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। আল্লাহ তাআলা বান্দাহদিগকে ১৫-পারা; ১৯ রুকুতে তাহাই বুঝাইয়াছেন–

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ .....

"হে মানব! তোমরা কি শয়তানকে এবং তাহার দলবল, চেলা-চামুণ্ডাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেছ আমাকে ছাড়িয়া? অথচ শয়তান ও তাহার চেলারা তোমাদের ঘোর শত্রু। (দয়াল প্রভুর পরিবর্তে পরম শত্রু শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণকারী) জালেম স্বৈরাচারীদের এই বিনিময় গ্রহণ কতই না জঘন্য! কতই না দুর্ভাগ্যজনক!"

শয়তান আমাদের নূতন শত্রু নহে। সে আমাদের আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে বেহেশত হইতে বাহির করার কারণ হইয়াছিল, আমাদিগকেও সেই বেহেশত হইতে চিরবঞ্চিত করায় সচেষ্ট; সদা-সর্বদা তাহার হইতে সতর্ক থাকিতে হইবে। আল্লাহ তাআলা সেই বিষয়েই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন–

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ـ

হে আদম সন্তান! সতর্ক থাকিও, শয়তান যেন তোমাদিগকে কুপথে ফেলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত (তথা বেহেশত হইতে বঞ্চিত) করিতে না পারে; যেরূপ সে প্রবঞ্চনা দিয়া তোমাদের আদি মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছিল, তাহাদের পরিধেয় পোশাক অপসারিত করিয়া পরস্পরের সম্মুখে তাহাদের গুপ্তাঙ্গ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ـ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ـ

জানিয়া রাখিও, শয়তান এবং তাহার দলবল তোমাদিগকে এমন কায়দায় দেখিতে পায় (এবং প্রবঞ্চনার সুযোগ পায়) যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। আমি (পরীক্ষার্থ) ঈমান উপেক্ষাকারীদের জন্য শয়তানকে বন্ধু বানাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছি। আর (তাহাদের পরিচয় এই যে, যখন তাহারা ফাহেশা-নির্লজ্জ কার্যে লিপ্ত হয় তখন (সদুপদেশদাতাকে) বলিয়া থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষদের হইতে এই রীতিই চলিয়া আসিয়াছে। এমনকি তাহারা মিথ্যারূপে এই দাবীও করে যে, আল্লাহই আমাদেরকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ

بِالْقِسْطِ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ - كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ -

(হে মুসলমানগণ!) তোমরা বলিয়া দাও, নিশ্চয় (তোমাদের দাবী মিথ্যা), ফাহেশা নির্লজ্জ কার্যাবলী আল্লাহ তাআলার অনুমোদিত হয় না। বড়ই দঃখজনক কথা যে, তোমরা আল্লাহর উপর এমন দাবী করিতেছ যাহার কোন প্রমাণ দিতে তোমরা সক্ষম হইবে না। বলিয়া দাও, আমাদের প্রভু ন্যায়ের আদেশ করিয়াছেন এবং জীবনের প্রতি স্তরে একমাত্র তাঁহার উদ্দেশ্যে, একমাত্র তাঁহারই প্রতি মাথা নত করিবে, আর প্রভুর দায়িত্ব একনিষ্ঠতার সহিত পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করিবে– এই আদেশ করিয়াছেন। (এবং সকলকে সতর্কবাণীও শুনাইয়া দিয়াছেন যে, হিসাব-নিকাশের জন্য আমার দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে। উহার জন্য) যেভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ (তাঁহারই কুদরতে পুনঃ) জীবিত হইয়া তাঁহার নিকট পৌছিবে।

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ - اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ -

দুনিয়াতে এক শ্রেণীর লোক যাহারা (আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে), তাহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আর একদল লোক, তাহাদের উপর গোম্‌রাহীর ছাপ লাগিয়াছে– ইহারা হইল ঐ লোক যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে; তবুও তাহাদের ধারণা, তাহারা সঠিক পথেই আছে।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাগণকে তাহাদের চির শত্রু চিনাইয়া দিবার জন্য এবং তাহাদেরকে সেই শত্রু হইতে সতর্ক করিবার জন্য স্বীয় কালামে সেই শত্রু ইবলীসের বৃত্তান্ত জড়িত হযরত আদমের ঘটনা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় উপদেশ যাহা প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে চির জীবনের জন্য গলার মালারূপে গাঁথিয়া রাখার বস্তু– তাহা হইল এই যে, জ্বিন ও মানুষকে আল্লাহ তাআলা যেই ধাতে তৈয়ার করিয়াছেন উহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। নবীগণের দ্বারা গোনাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাঁহারা হইলেন মা'সুম আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সমুদয় গোনাহ হইতে সুরক্ষিত; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা এরূপ কাজ হইতে পারে যাহা গোনাহ ত নহে; হাঁ তাঁহারা যে নৈকট্যের অধিকারী উহা দৃষ্টে ত্রুটি বিচ্যুতি বলা যাইতে পারে; অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহাদের সংশোধনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা লইয়া রাখিয়াছেন।

কারও দ্বারা ভুল-ত্রুটি বা অপরাধ সংঘটিত হইলে তখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে এবং কোন পথ ধরিতে হইবে ইহা একটি কঠিন সমস্যা। এই ক্ষেত্রে ইবলীসের পথ ছিল তওবা এস্তেগফার না করিয়া অপরাধের উপর হটকারিতা করা। ইহাই তাহার জন্য চির ধ্বংসের কারণ হইয়াছে এবং যে কেহ এই পথে অনুসরণ করিবে সেও চির ধ্বংসে পতিত হইবে। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া এই সমস্যার মুখে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের জন্য ধ্বংস হইতে শুধু রক্ষাকবচই ছিল না, বরং চির উন্নতির সোপানও ছিল বটে।

সেই পথ হইল انابة الى الله আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদিত হওয়া। গোনাহ-খাতা, ভুল-ত্রুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপানে পুন-প্রত্যাবর্তন, প্রভুর দরবারে নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া; খালেস তওবা-এস্তেগফার করা। প্রত্যেক মানুষকে আদি পিতা আদমের অনুসারী হইতে হইবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।

বিশ্ব-মানব সকলেই আদমের বংশধর

মানব জাতির মূল বা উৎপত্তিস্থল কি? সে সম্পর্কে ইসলাম তথা কোরআন হাদীছ অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁহার প্রতিনিধি রসূলের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সব উপেক্ষা করা বা ডারউইনের ন্যায় কোন মানুষের উক্তিকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ও তাঁহার প্রতিনিধির উক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া ভ্রান্তি ও মূর্খতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আদম সম্পর্কে যে কয়টি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় হাদীছটিতে على صورة ابيهم ادم বাক্যে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদমই মানব জাতির আদি পিতা। দ্বিতীয় তৃতীয় হাদীছটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত হাওয়া মানব জাতির আদি মাতা। এতদ্ভিন্ন নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি হযরত আদম বিশ্ব মানবের আদি পিতা হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১৬২২। হাদীছ ঃ عَنْ اَنَسٍ يَرْفَعُه اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَاَلْتُكَ مَاهُوَ اَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَّا تُشْرِكَ بِىْ فَاَبَيْتَ اِلَّا الشِّرْكَ ـ

অর্থঃ আনাছ (রাঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা দোযখবাসীদের মধ্য হইতে সর্বাধিক সহজ ও কম আযাব ভোগকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবেন, দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ যদি তোমার হাসিল হইয়া যায় তবে তুমি এই আযাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ঐ সব ধন-সম্পদ ব্যয় করিয়া দিতে আগ্রহান্বিত হইবে কি? সে উত্তর করিবে, হাঁ– নিশ্চয়। তখন আল্লাহ তাআলাবলিবেন, আমি এতদপেক্ষা অতি সহজ একটি বিষয়ের অঙ্গীকার তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ছিলাম, তখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে। অঙ্গীকারটি এই যে, তুমি একমাত্র আমাকেই মাবূদরূপে গ্রহণ করিবে; আমার কোন শরীক সাব্যস্ত করিবে না; কিন্তু (পরবর্তী জীবনে) তুমি সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছ– আমার শরীক সাব্যস্ত করিয়াছ।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীছে যে অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে, উহা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াতও রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ ـ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ـ شَهِدْنَا ـ

"ঐ ঘটনা স্মরণ কর যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা যখন আদম সন্তানকে পরম্পরা তাহাদের পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন– "আমি কি তোমাদের মাবূদ নহি? সকলেই বলিয় ছিল, হাঁ নিশ্চয়ই– আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি (যে, আপনিই আমাদের মাবুদ)। (পারা–৯; রুকু–১২)

নাসায়ী শরীফের একটি হাদীছ দৃষ্টে পূর্বাপর আলেমগণ এই আয়াতের তফসীর ইহাই করিয়াছেন যে, হযরত আদম (আঃ) হইতে তাঁহার ঔরসে সন্তানগণকে এবং সেই সন্তানগণ হইতে তাহাদের নিজ নিজ ঔরসের সন্তানগণকে– এইরূপে বংশ পরম্পরায় সকল মানবকে আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষুদ্র আকারে বাহির করিয়া প্রশ্নোত্তরের পর নিজ নিজ স্থানে পুনঃ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

ঔরসের সন্তানদের বেলায় সরাসরি এবং পরবর্তীদের বেলায় পরম্পরের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত

মানব জাতির মূল হইল হযরত আদম (আঃ)। এই সূত্রেই আলোচ্য হাদীছে উক্ত দোযখী ব্যক্তিকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করার কথা বলা হইয়াছে।

মানব জাতির আদি পিতা যে হযরত আদম (আঃ) পবিত্র কোরআনের আরও বিভিন্ন আয়াত দ্বারা এই তথ্যটি প্রমাণিত রহিয়াছে। যথা–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ـ .....

অর্থঃ হে বিশ্ব মানব! তোমরা ভয় কর তোমাদের পরওয়ারদেগারকে, তিনি তোমাদের সকলকে একটি প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ প্রাণী হইতে উহার জোড়া ও পরিণীতা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উভয় হইতে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দুনিয়াতে আবাদ করিয়াছেন। (পারা– ৪; সূরা নিসা আরম্ভ)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ـ

অর্থঃ আল্লাহ তাআলাএমন নিপুণ কৌশলী ও শক্তিমান যে, তিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রাণীটি হইতে উহার জোড়া– পরিণীতাকে বানাইয়াছেন, যাহাতে এই প্রাণীটি স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভ করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারে। (পারা–৯;রুকু–১৪)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى .....

অর্থঃ হে বিশ্ব মানব! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী হইতে এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করিয়া দিয়াছি পরস্পর পরিচয়ের জন্য। (পারা– ২৬; রুকু– ১৬)

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে نفس নফস" শব্দের অর্থ প্রাণী এবং উহার উদ্দেশ্য হযরত আদম (আঃ) زوجها যাওজাহা" শব্দের অর্থ ঐ প্রাণীর জোড়া বা স্ত্রী এবং উহার উদ্দেশ্য হাওয়া (আঃ) ইহা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত তফসীরকারগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছসমূহও এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত করিয়াছে।

দ্বিতীয় আয়াতে যে বলা হইয়াছে لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ঐ নফস স্বীয় জোড়ার সঙ্গ লাভ করিয়া শান্তি লাভ করিবে" এই তথ্য দ্বারা نفس নফস শব্দের অর্থ যে প্রাণী এবং উহা যে কোন উপাদান, সত্তা-মূল ইত্যাদি জড় পদার্থ নহে, তাহা স্পষ্টতই প্রমাণিত হইয়া যায়। তৃতীয় আয়াতে ذكر যাকারুন একজন পুরুষ انثى উনসা" একজন স্ত্রী শব্দদ্বয়, نفس নফ্স শব্দের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া সমুদয় বিভ্রান্তির অবসান ঘটাইয়া দিয়াছে। কারণ, পুরুষ ও স্ত্রী একমাত্র প্রাণীই হয়,উপাদান ও পদার্থ তাহা হয় না।

পারা– ৮; রুকু– ১০ সূরা আ'রাফের আয়াত–

يٰبَنِىْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ .....

এই আয়াতখানা সম্পূর্ণরূপে অনুবাদসহ ৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়–প্রথম এই যে, সমুদয় মানব সমাজকে "আদম-সন্তান" বলিয়া সম্বোধনপূর্বক আদি মাতা-পিতার ঘটনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করায় আদম (আঃ) যে বিশ্ব মানবের আদি পিতা তাহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় এই যে, এই আয়াতে كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ 'যেভাবে শয়তান তোমাদের মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে" বলা হইয়াছে ইহা সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত যেই ঘটনার বিবরণ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আছে (পারা– ৮; রুকু - ৯)। উহাতে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে–

(১) শয়তান আদম ও হাওয়া উভয়কে অছঅছা প্রদান করিয়াছিল।

(২) শয়তান তাঁহাদের উভয়ের নিকট কসম খাইয়া বলিয়াছিল যে, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

(৩) শয়তান তাঁহাদের উভয়কে প্রবঞ্চনা দিয়া তাঁহাদের দৃঢ়তার মধ্যে থিথিলতার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল।

(৪) আদম ও হাওয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উভয়ের বেহেশতী পোশাক খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজ নিজ গুপ্ত অঙ্গে আবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(৫) পরওয়ারদেগার তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের উভয়কে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরওয়ারদেগারের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন পারা- ১৬; রুকু- ১৬ সূরা ত্বা-হার মধ্যেও এই ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে, মূল আয়াত অনুবাদসহ ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। সেই আয়াতে বিবৃতির আরম্ভ এইরূপ- আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি ফেরেশতাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম আদমের প্রতি সেজদা করার জন্য, তাঁহারা সকলেই সেজদা করিলেন, কিন্তু ইবলীস তাহা অস্বীকার করিল। অতঃপর আমি বলিয়া দিলাম, হে আদম! এই ইবলীস তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সে যেন তোমাদিগকে বেহেশত হইতে বাহির করিতে না পারে, অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে।

পাঠকবৃন্দ! এইসব তথ্য পবিত্র কোরআনে স্পষ্টরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। এইসব তথ্যদৃষ্টে বক্ষ্যমান আয়াতে উল্লিখিত كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ 'যেরূপ তোমাদের সকলের মাতা-পিতাকে বেহেশত হইতে বহিষ্কার করিয়াছে।" এ স্থলে اَبَوَيْكُمْ তোমাদের মাতা-পিতা" বলার একমাত্র উদ্দেশ্য যে হযরত আদম ও হাওয়া, এ সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিমতের অবকাশ থাকিতে পারে কি?*

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত চারিটি আয়াত ও আলোচ্য পরিচ্ছেদের তিনটি হাদীছ ব্যতীত হযরত আদম যে মানব জাতির আদি পিতা সে সম্পর্কে অতি স্পষ্ট আরও দুইখানা হাদীছ রহিয়াছে, যাহা বোখারী শরীফেরই অন্যত্র বর্ণিত আছে এবং হাদীছের অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম হাদীসটির অংশবিশেষ এই যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনায় হযরত আদমের সঙ্গে প্রথম আসমানে হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রত্যেক আসমানেই

বিভিন্ন নবীগণ হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁহার ঐ সফরে সম্বর্ধনা জানাইবার উদ্দেশে উপস্থিত ছিলেন এবং সম্বর্ধনাসূচক সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন প্রথম আসমানে পৌছিলেন, তখন তথায় হযরত আদম (আঃ) উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) প্রথমে হযরত আদমের সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিচয় করাইতে যাইয়া যে বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা বহু হাদীছে উল্লেখ আছে এবং বিশেষ লক্ষণীয় বাক্যটি এই هٰذَا اَبُوْكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ "ইনি আপনার আদি পিতা আদম, তাঁহাকে সালাম করুন।"

হযরত আদম (আঃ) সালামের উত্তর দান করতঃ স্বাগত জানাইয়া বলিলেন, مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ "মহান পুত্র মহান নবীর প্রতি মারহাবা।" (বোখারী শরীফ)

দ্বিতীয় হাদীছটির অংশবিশেষ এই যে, হাশরের ময়দানে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ যখন ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হইবে তখন আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করাইবার জন্য তাহারা সমবেতভাবে সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের নিকট যাওয়া সাব্যস্ত করিবে এবং পরস্পর বলিবে-

اَلَا تَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَبُوْكُمْ اٰدَمُ فَيَاْتُوْنَهٗ

* ইসলামের দাবী করিয়া যাহারা পরোক্ষভাবে ডারউইনের ন্যায় অমুসলিমের মতবাদের প্রতি অধিক আগ্রহশীল, কিন্তু সর্বসাধারন সাধারণ মুসলিম সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে কোরআন-হাদীছ উপক্ষো করার সাহস পায় না; এই শ্রেণীর লোকগণের মুখপাত্র একজন পণ্ডিত তফসীরকার "হযরত আদম মানব জাতির আদি পিতা।" এ প্রসঙ্গটির বিরোধিতা করিবার গোপন ইচ্ছা লইয়া আলোচ্য আয়াতের যেসব বিকৃত অর্থ করিয়াছেন, উল্লিখিত তথ্যসমূহ দৃষ্টে উহার অসারতা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয়।

فَيَقُوْلُوْنَ يَاٰادَمُ اَنْتَ اَبُوْكَ الْبَشَرِ ـ

"কেয়ামতের মাঠে যখন সুপারিশকারী তালাশ করা হইবে, তখন বলা হইবে, সকলের আদি পিতা আদম (আঃ) এই কার্যের উপযোগী। অতপর তাহারা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইবে এবং বলিবে, আপনি মানব জাতির আদি পিতা। আপনাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এইরূপে আপনার মধ্যে আত্মা দান করিয়াছিলেন এবং ফেরেশতাদিগকে আপনার প্রতি সেজদার আদেশ করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করিয়াছিলেন। আপনি আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করুন।

কিন্তু আদম (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যাপারে স্বীয় ত্রুটির উল্লেখ করিয়া নিজের সম্পর্কে আতঙ্ক ও ভীতি ও প্রকাশ করতঃ নূহ আলাইহিস্ সালামের নিকট যাইবার জন্য সকলকে পরামর্শ দিবেন। (বোখারী শরীফ)

এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, আদি-অন্তের বিশ্ব মানব সকলেই হাশরের দিন হযরত আদমকে "মানব জাতির আদি পিতা" বলিয়া উল্লেখ করিবে এবং সম্বোধনকালে তাঁহাকে "বিশ্ব মানবের আদি পিতা" আখ্যায়িত করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ তাআলার কুদরতে সৃষ্ট আদম (আঃ) মানব জাতির আদি পিতা– এই সত্যের একটি বহিঃপ্রকাশ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠে মানবের বসতি স্থাপন এবং তথায় আদম (আঃ)-কে অবতীর্ণ করার পূর্বে ভূপৃষ্ঠের ভাবী বাসিন্দা মানবগণ হইতে আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ পর্বের এক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে একটি হাদীছ এবং মূল ঘটনার বিবরণীর একটি আয়াত তথায় উল্লেখ হইয়াছে।

মেশকাত শরীফ ২৪ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে সেই অনুষ্ঠানের বিবরণীতে বলা হইয়াছে, হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে (পুরুষ-পরম্পরারূপে) ভাবী সৃষ্ট সকল মানুষকে বাহির করা হইয়াছিল। فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا মানুষগুলিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকা পরিমাণ দেহাকৃতিতে রূপায়িত করিয়া তাহাদের সমাবেশে মুখামুখিভাবে কথা বার্তার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাহাদের হইতে স্বীয় প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আদম পৃষ্ঠ হইতে শুধু মানবের ভাবী দেহ ক্ষুদ্র আকৃতিতে প্রকাশ করা হইয়াছিল। মানবের রূহ বা আত্মা সৃষ্টি সম্পর্কে একটি বিশেষ তথ্য নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে,

১৬২৩। হাদীছ ঃ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ـ

অর্থ ঃ আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সমস্ত আত্মা (বহু পূর্ব হইতেই সৃষ্ট হইয়া এক বিশেষ এলাকায়) সমাবেশিত ছিল। তথায় যেসব আত্মার পরস্পর পরিচয় ও মিল হইয়াছিল ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ জন্মে এবং পরস্পর সদ্ভাব ও মিল সৃষ্টি হয়। আর তথায় যেসব আত্মার মধ্যে পরস্পর গরমিল ছিল, ভূপৃষ্ঠে আসার পর তাহাদের মধ্যে গরমিলই হয়।

(ইহজগত ভিন্ন অন্য এক বিশেষ এলাকায় আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আত্মাসমূহ সমাবেশিত আছে; তথা হইতেই জন্ম লাভকারী প্রত্যেক মানবের দেহে তাহার আত্মা আসে। উক্ত এলাকাকে আলমে আরওয়াহ বা আত্মা জগত বলা হয়।)

হযরত নূহ (আঃ)

হযরত আদমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শীছ্ (আঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন। শীছ্ আলাইহিস সালামের উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আসে নাই, হাদীছে এবং ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত শীছ্ (আঃ)-এর পরে কোন নবী ছিলেন সে সম্পর্কে একটু মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে হযরত শীছ (আঃ)-এর প্রপৌত্রের পৌত্র বলিয়াছেন এবং তাঁহারা নূহ (আঃ) কে ইদ্রীস (আঃ)-এর প্রপৌত্রের পুত্র বলিয়াছেন। আর কেহ কেহ নূহ (আঃ)-কে ইদ্রীছ (আঃ)-এর পৌত্র বলিয়াছেন।

অপর একদল ঐতিহাসিক বলেন যে, হযরত শীছ্ (আঃ)-এর পরবর্তী নবী হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন। ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মনে হয় তিনি এই মতামতকেই অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন।

ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ অঞ্চলে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত একটি বর্ণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ সন্ধান পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহের জাহাজ প্লাবনের পর "জুদী" পর্বতের উপর থামিয়া ছিল।

জুদী পর্বতের অবস্থান সম্পর্কে ভূগোলবিদদের বর্ণনায় যথেষ্ট মতদ্বৈধতা দেখা যায়। কেহ কেহ তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে ইহাকে "আরারাত" পর্বতমালার একটা পর্বত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কোন কোন ভূগোলবিদ উহাকে "কুর্দিস্তানে" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ "ইবনে ওমর দ্বীপ" নামক দ্বীপে অবস্থিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইমাম বোখারী (রঃ)-ও লিখিয়াছেন যে, "জুদী" পর্বত একটি বিশেষ দ্বীপে অবস্থিত। কাস্তালানী নামক (বোখারী শরীফের শরাহ্) কিতাবে ঐ দ্বীপকে "ইবনে ওমর দ্বীপ" বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কোন কোন ভূগোল বিশারদ এই পর্বতটিকে ইরাকের "মোসেল" অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন নাম দৃষ্টে এই সব উক্তিকে বিভিন্ন মতামত বলা যায় বটে, কিন্তু মানচিত্রে দেখা যায়, উল্লিখিত স্থানগুলি সবই প্রায় কাছাকাছি এবং "মোসেল" অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত।

এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের উত্তরাংশে উহারই প্রদেশ "মোসেল" (বাংলা মানচিত্রে "মোসেল"–বর্তমানে তৈল সমৃদ্ধ) এলাকা। এই এলাকাটি পশ্চিমে সিরিয়া, পূর্বে ইরান, উত্তরে তুরস্ক দ্বারা বেষ্টিত। এই 'মোসেল' এলাকার উত্তর সীমান্তে "দিজ্লা" (তাইগ্রীস) ও "ফোরাত" (ইউফ্রেটিস) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রান্তে অর্থাৎ "দিজ্লা" নদীর কূলে "ইবনে ওমর দ্বীপ" অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে "মোসেল" এলাকার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে "আরারাত" পর্বতমালা এবং উহার সীমানা সংলগ্নেই "কুর্দিস্তান" (যাহার তুরস্কস্থ "আর্মেনিয়া" এলাকার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় "মোসেল" এলাকা সংলগ্ন) পার্বত্য এলাকা– এই নিকটবর্তী ও লাগালাগি বিভিন্ন নামীয় স্থানসমূহের এলাকায়ই "জুদী" পর্বত অবস্থিত।

মোট কথা, এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকস্থিত 'মোসেল' এলাকার উত্তর সীমান্তে নূহ (আঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তুফানের পর জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত আছে। সমষ্টিগতভাবে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নূহ (আঃ)-এর জাতি ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক, নসর এবং আরও বিভিন্ন রকমের দেব-দবীর পূজা করিত। নূহ (আঃ) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভে স্বীয় জাতিকে এই সব শেরকী কার্য হইতে বিরত রাখার এবং এক আল্লাহর বন্দেগী করার প্রতি আহ্বান জানাইতে লাগিলেন এবং এই কার্যে তিনি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা দীর্ঘ নয়শ'ত পঞ্চাশ বছরকাল চলিল; এই দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলাফলস্বরূপ সর্বোচ্চ সংখ্যার মতামত হিসাবেও শুধু মাত্র ৮০ জন পুরুষ ৮০ জন নারী– সর্বমোট ১৬০ জন লোক ঈমান আনিল; আর কেহ ঈমান আনিল না। এমনকি অন্য কাহারও ঈমান গ্রহণের আশা বা সম্ভাবনা রহিল না।

যখন নূহ (আঃ) অকাট্যরূপে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার অহী দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে, অতপর আর একজনও ঈমান আনিবে না, তখন তিনি সেই কাফেরদের প্রতি বদ দোয়া করিলেন। আল্লাহর নিকট তাহাদের ধ্বংস কামনা করিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন বলিয়া হযরত নূহকে জানাইয়া দিলেন; তাহারা পানিতে ডুবিয়া মরিবে, ইহাও নির্দিষ্টরূপে জানাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে একটি জলযান জাহাজ বা বড় নৌকা তৈয়ার করার আদেশ করিলেন।

হযরত নূহ (আঃ) স্বয়ং বা নিজস্ব কোন লোকের সাহায্যে আল্লাহ তাআলার বিশেষ নির্দেশাবলী মতে সেই জাহাজ তৈয়ার করিতে লাগিলেন। দেশীয় লোক জাহাজ বানাইতে দেখিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। হযরত নূহ তাহাদিগকে শুধু এই বলিতেন যে, এখন তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছ, কিন্তু এমন একটি সময় আসন্ন যখন আমরা তোমাদের প্রতি বিদ্রূপ করার সুযোগ পাইব।

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহকে পূর্বে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, যখন কাফের বিদ্রোহীদের উপর আল্লাহর গজবের তান্ডবলীলা বহিতে থাকিবে, তখন তাহাদেরকে ক্ষমা করা সম্পর্কে আপনি কোন কথাই আমার নিকট বলিবেন না।

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহকে আসন্ন ঘটনা উপস্থিতির নিদর্শনও জানাইয়া দিলেন। যখন মাটি ফাটিয়া পানি উথলিয়া উঠিতে দেখিবেন তখনই মনে করিবেন ভয়াবহ ঘটনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; তৎক্ষণাৎ ঈমানদার সঙ্গীগণকে এবং পশু-পক্ষীর এক এক জোড়াকে সঙ্গে লইয়া জাহাজে আরোহণ করিবেন।

কিছু দিনের মধ্যে একদিন হঠাৎ মাটি ফাটিয়া পানি উথলিয়া উঠিল। নির্দেশ মোতাবেক পশু-পক্ষীর জোড়াগুলি জাহাজে উঠাইলেন এবং ঈমানদার সঙ্গীগণকে আল্লাহর নাম লইয়া জাহাজে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে বিভীষিকাময় আকারে তুফান জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। হযরত নূহের জাহাজ পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গমালার মধ্যে ভাসিতে লাগিল।

হযরত নূহের চারি পুত্র ছিল– হাম, সাম, ইয়াফেছ ও কেনান। প্রথম তিন জন ঈমানদার ছিলেন। তাঁহারা পিতার সঙ্গে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ ছেলে কেনান কাফের ছিল, সে জাহাজে আরোহণ না করিয়া উঁচু পর্বতের দিকে ছুটিল। হযরত নূহ পিতৃ-সুলভ স্নেহ-মহব্বতে অভিভূত হইয়া পুত্রকে শেষবারের মত চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করার চেষ্টাস্বরূপ জাহাজে আরোহণের জন্য ডাকিলেন; কিন্তু পূর্বকৃত কর্মের ফলাফল আজ তাহাকে ভুগিতে হইবে, তাই সে পিতার আহ্বান এই বলিয়া উপেক্ষা করিল যে, কোন উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিব।

পিতা নূহ (আঃ) ঘটনার আগাগোড়া পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি পুত্রকে বুঝাইলেন, আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতের স্থান আমার জাহাজ ব্যতীত কোন স্থান এই প্লাবন হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। এই কথোপকথনের মধ্যে পাহাড় তুল্য বিরাট ঢেউ আসিয়া কেনানকে গ্রাস করিয়া নিল। নূহ (আঃ) পুত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার দরবারেও অনেক কিছু বলিয়াছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিয়া হযরত নূহকে ধমকের সুরে তাঁহার আবেদন প্রত্যাহার করার আদেশ এবং এই পুত্রকে স্বীকৃতিদানেও নিষেধ করিয়াছেন। ঈমান দৌলত না থাকিলে কোন প্রকার সম্বন্ধ ও গৌরবই কাজে আসে না– উক্ত ঘটনা ইহার প্রকৃষ্ট নজির। হযরত নূহের এক স্ত্রী কেনানের মাতাও কাফের ছিল; সেও ধ্বং হইয়াছিল। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ২৮ পারা শেষ রুকুতে বিশেষ নজিরস্বরূপ তাহার উল্লেখও করিয়াছেন।

তওরাতের বর্ণনা দৃষ্টে সর্বনিম্ন সংখ্যা দৃষ্টে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই তুফান অব্যাহত রহিল। হযরত নূহের জাহাজ ভিন্ন ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছু ডুবিয়া গেল, কাফের বিদ্রোহীরা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। চল্লিশ দিন পরে তুফান থামিল। আল্লাহ তাআলা আকাশকে পানি বর্ষণে বিরত থাকার আদেশ করিলেন এবং যমীনকে উহার নিসৃত

পানি পুনঃ শোষণ করিয়া লওয়ার আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বেই প্লাবনের পানি হ্রাস পাইল।

হযরত নূহের জাহাজ "জুদী" পর্বতের উপর থামিল এবং আল্লাহ তাআলার আদেশে হযরত নূহ (আঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। জনশূন্য পশু-পক্ষী গাছপালা বিহীন ভূপৃষ্টে অবতরণ করিতে তাঁহাদের দেলে সংশয়ের সৃষ্টি হইতে পারে বিধায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে সব রকমের বরকত, উন্নতি, মঙ্গল, কল্যাণ ও সুখ-শান্তির সুসংবাদের দ্বারা উৎসাহ বর্ধন করিলেন।

নূতনভাবে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আদম জাতের গোড়া পত্তন হইল। হযরত নূহের সঙ্গে জাহাজের মধ্যে কিছু সংখ্যক অন্যান্য লোকও ছিলেন বটে এবং তাঁহারাও এই গোড়াপত্তনের সময় দুনিয়াতে ছিলেন; কিন্তু তাহাদের বংশের ছেলেছেলা চলিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। বরং ইতিহাসের সাক্ষ্যে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয়বার পৃথিবীর আবাদীর মধ্যে একমাত্র হযরত নূহের তিন পুত্র হাম, সাম ও ইয়াফেসের বংশধরগণই রহিয়াছে।

অন্যান্য মুমিন সঙ্গীগণের বংশের বিলুপ্তি ও সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় ইহাই প্রমাণিত হয় وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ "আমি শুধু নূহের বংশধরকেই বাকী রাখিয়াছিলাম!" (পারা–২৩; রুকু–৭)

এই সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে একখানা হাদীছও বর্ণিত আছে, যাহাতে বর্তমান বিশ্ব-আবাদীর সমুদয় অঞ্চলের অধিবাসীগণকেই একমাত্র হযরত নূহের বংশে কেন্দ্রীভূতরূপে দেখান হইয়াছে। এই সূত্রেই হযরত নূহ (আঃ)-কে "আদমে ছানী" বা দ্বিতীয়। আদম বলা হয়; কেননা, বর্তমান বিশ্বের সমস্ত লোকই হযরত নূহের বংশধর।

হযরত নূহের বিবরণে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ـ

ইহা ঠিক ঘটনা যে,আমি রসূলরূপে পাঠাইয়া ছিলাম নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি; তিনি তাহাদের মধ্যে (রসূলরূপে) পঞ্চাশ কম এক হাজার বৎসরকাল থাকিলেন।* (এত দিনের প্রচেষ্টায়ও তাহারা ঈমান আনিল না)। ফলে সর্বগ্রাসী তুফান তাহাদের ডুবাইয়া দিল; বস্তুতঃ তাহারা ছিল স্বৈরাচারী।

হযরত নূহের আবেদন ও জাতির বিরূপ উত্তর

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

নিশ্চয় আমি নূহকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাঁহার জাতির প্রতি। সেমতে তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ভিন্ন কেহ তোমাদের মা'বুদ হইতে পারেন না।

* হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তাবলীগী কার্যকাল কোরআনের অকাট্য ঘোষণা দ্বারা প্রমাণিত হইল ৯৫০ বৎসর। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জাহাজ হইতে অবতরণের পর ৬০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন বলিয়া ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে (রূহুল মা'আনী) এবং তওরাতের বর্ণিত সর্বনিম্ন সংখ্যা দৃষ্টে তুফান ৪০ দিন স্থায়ী হয়িাছিল। এই সূত্রে হযরত নূহের সর্বমোট বয়স ৪০+৬০+৯৫০=১০৫০ বৎসর ১ মাস ২০ দিন।

বাইবেলের মধ্যে যাহা লিখা আছে যে, "সবসুদ্ধ নূহের নয়শ'ত পঞ্চাশ বৎসর হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল", (বাইবেল; আদি পুস্তক পৃষ্ঠা–২১) ইহা ভুল।

(ব্যাতিক্রম করিলে) নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔

তাঁহার জাতির প্রধানরা বলিল, (তুমি যে আমাদিগকে এক আল্লাহর এবাদত করিতে বল এবং অন্যথায় আযাবের ভয় দেখাও, এ সম্বন্ধে) আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, তুমি স্পষ্টতর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছ। قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! আমার মধ্যে বিভ্রান্তির লেশমাত্রও নাই– অবশ্যই আমি বিশ্ব স্রষ্টার রসূল বা প্রতিনিধি (তিনি আমাকে যাহা বলিতে আদেশ করেন আমি তাহাই বলি)।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ ۔ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

পরওয়ারদেগারের বাণী ও আদেশ-নিষেধসমূহই আমি তোমাদের পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি আল্লাহর তরফ হইতে এমন তথ্য জ্ঞাত হই, যাহা তোমরা জ্ঞাত নও।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۔

তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত যে, তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ মারফত তোমাদের পরওয়ারদেগার হইতে উপদেশ বাণী আসিল তোমাদেরে সতর্ক করার জন্য, যেন তোমরা সংযত হও এবং তোমরা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হও? (অর্থাৎ ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।)

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ۔

এত বুঝ-প্রবোধদানেও তাহারা নূহকে অমান্য করিল, তাহাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাইল। ফলে (তাহাদের উপর তুফানরূপে আযাব আসিল।) আমি নূহকে এবং তাহার সঙ্গীগণকে জাহাজে রাখিয়া বাঁচাইলাম। আর যাহারা আমার আয়াতসূহকে মিথ্যা বলিয়াছিল, অমান্য করিয়াছিল, তাহাদের পানিতে ডুবাইয়া মারিলাম; নিশ্চয় তাহারা ছিল একেবারে অন্ধের দল। (সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৮; রুকু– ১৫)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা এক আল্লাহর এবাদত– গোলামী কর, আল্লাহ ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই, তোমরা সংযত হও না কেন?

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۔ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۔ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۔

তাঁহার জাতির কাফের প্রধানরা সর্বসাধারণকে বলিয়া বেড়াইল যে, এই লোকটি তোমাদেরই মত একজন মানুষ; (সে রসূল-নবী কিছুই নহে; কিন্তু রসূল হওয়ার দাবী দ্বারা) সে তোমাদের মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আল্লাহ তাআলা যদি রসূল বা প্রতিনিধি পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় কোন একজন ফেরেশতা পাঠাইতেন। (মানুষ আল্লাহর রসূল হইয়া আসিবে) এইরূপ উদ্ভট কথা ত বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও আমরা শুনি নাই। এই লোকটা পাগল ভিন্ন কিছুই নহে। তোরা কিছু দিন অপেক্ষা কর– (এর মধ্যেই তাহার বিলুপ্তি ঘটিবে)।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنَ ـ فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ـ اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ ـ

নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে সাহায্য করুন, তাহারা ত আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে। (আল্লাহ পাক বলেন,) তখন আমি তাহার নিকট অহী মারফত সংবাদ পাঠাইলাম যে, আমার তত্ত্বাবধানে এবং আদেশ মতে আপনি একটি জাহাজ নির্মাণ করুন (বিদ্রোহীদের ধ্বংসের জন্য তুফানরূপে আযাব আসিবে)। যখন আমার আযাব আরম্ভের সময় হইবে এবং (উহার নিদর্শন এই যে,) যমীন বিদীর্ণ হইয়া পানি উৎক্ষিপ্তরূপে উঠিতে আরম্ভ করিবে; তখন প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের এক এক জোড়া এবং আপনার পরিজনকে জাহাজে উঠাইয়া লইবেন, অবশ্য তাহাদের মধ্যে (যে আমার বিদ্রোহী) যাহার ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে আমার আদেশ হইয়া গিয়াছে, সে উঠিতে পারিবে না। আর একটি কথা– যাহারা অন্যায়কারী বিদ্রোহী তাহাদের সম্পর্কে আপনি আমার নিকট কোন অনুরোধ করিবেন না, তাহাদিগকে অবশ্য অবশ্যই ডুবাইয়া মারা হইবে।

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

যখন আপনি সঙ্গীগণসহ জাহাজে শান্তিতে বসিয়া যাইবেন, তখন বলিবেন, সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদিগকে জালেমদের কবল হইতে মুক্তি দান করিলেন।

(সূরা মোমেনুনঃ পারা–১৮; রুকু–২)

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উপর অন্যায়কারীদের একটি অভিযোগ ইহাও ছিল যে, আপনি গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্থান দিয়া থাকেন। তাহারা সেই গরীব লোকদের অপসারণ দাবী জানাইল। নূহ (আঃ) তাহাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে তাহারা বিরোধিতায় কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতঃ নূহ (আঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন করিল। নূহ (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। এই সম্পর্কে কোরআনের বিবৃতি এই–

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ ـ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ـ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ

নূহ পয়গম্বরের কওম (নূহের আদর্শকে মিথ্যা বলিয়া শুধু নূহকেই মিথ্যুক বলে নাই,) সমস্ত রসূলগণের আদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল! যখন তাহাদেরই বংশধর নূহ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি সংযত

হইবে না? আমি তোমাদের কল্যাণার্থ বিশ্বস্ত রসূলরূপে আসিয়াছি। অতএব, তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয় ভক্তি পোষণ কর ও সংযত হও এবং আমার কথা মানিয়া চল। আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান প্রার্থী হইব না। সারা জাহানের পরওয়ারদেগার যিনি, একমাত্র তাঁহারই নিকট আমার প্রতিদান রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ভয়-ভক্তি ও সংযম অবলম্বন কর এবং আমার কথা মানিয়া চল।

قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۔ قَالَ وَمَا عِلْمِیْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلاَّ عَلٰی رَبِّیْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۔ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۔ اِنْ اَنَا اِلاَّ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۔

তাহারা বলিল, আমরা কি আপনার তাবেদারী করিতে পারি এই অবস্থায় যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলি আপনার অনুগামী হইয়া বসিয়া আছে? নূহ (আঃ) বলিলেন, তোমরা যাহাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিতেছ, তাহারা কি কাজ করে না করে (যদ্বারা নিম্ন বা উচ্চ শ্রেণীর বিচার হয়) তাহা আমি খবর রাখিতে যাইব কেন? তাহাদের হিসাব ত আমার পরওয়ারদেগারের নিকট হইবে। তোমরা এই বাস্তবকে বুঝিলে এইরূপ বলিতে না। যাহারা ঈমান আনিয়াছে (নিম্ন হউক বা উচ্চ) তাহাদিগকে আমি তাড়াইয়া দিতে পারি না। আমি সতর্ককারী বই নহি (উঁচু নীচুর পার্থক্য কেন করিব।)

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ یٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِیْنَ ۔

তাহারা ভীতি প্রদর্শনে বলিল, হে নূহ! তুমি যদি (তোমার কার্যাবলী হইতে) নিবৃত্তি না হও, তবে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতের শিকার হইবে।

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِیْ كَذَّبُوْنِ ۔ فَافْتَحْ بَیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِیْ وَمَنْ مَّعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۔

নূহ (আঃ) ফরিয়াদ করিয়া বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার জাতি ত আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। সুতরাং আপনি আমার ও তাহাদের মধ্যে একটা শেষ ফয়সালা করিয়া দিন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনগণকে তাহাদের কবল হইতে মুক্তি দিন।

فَاَنْجَیْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۔ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِیْنَ ۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً

সেমতে আমি তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীগণকে জাহাজে উঠাইয়া উদ্ধার করিলাম। অবশিষ্ট সকলকেই ডুবাইয়া মারিলাম। নিশ্চয় এই ঘটনায় বিশ্ববাসীর জন্য কুদরতের নির্দশন ও উপদেশ রহিয়াছে।

(পারা–১২; রুকু–১০)

وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ یٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُمْ مَّقَامِیْ وَتَذْكِیْرِیْ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَعَلَی اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا یَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا اِلَیَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۔

বিশ্ববাসীকে নূহের ঘটনা পাঠ করিয়া শুনান; যখন তিনি স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতগুলি দ্বারা উপদেশদান যদি তোমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করিয়া আছি। তোমরা নিজেদের গর্হিত মাবুদ সহ তোমাদের সমুদয় চেষ্টা একত্রিত কর, অতপর সমবেতভাবে নিশ্চিন্ত চিত্তে সেইসব চেষ্টা আমার বিরুদ্ধে চালাইয়া দাও, আমাকে একটুও অবকাশ দিও না। (পারা– ১১; রুকু– ১৩)

পয়গম্বরের মনোবল, সাহস ও আল্লাহ তাআলার উপর তাঁহার ভরসা হয় অতি প্রবল ও মজবুত। হযরত নূহ (আঃ) কাফেরদের ভয়-ভীতির প্রতি উত্তরে তাহাই প্রকাশ করিলেন। পবিত্র কোরআনে তাহারও বিবরণ রহিয়াছে–

নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনার আরও বিবরণ নিম্নের আয়াতে রহিয়াছে–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ـ

নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন কাহারাও গোলামী অবলম্বন করিও না, অন্যথায় আমি তোমাদের উপর ভীষণ দুঃখ-যাতনাময় দিনের আযাব আসিবার আশঙ্কা করিতেছি।

فَقَالَ الْمَلاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّىِ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ـ

তাহাদের সর্দার শ্রেণীর কাফেররা বলিল, হে নূহ! আমরা তোমাকে আমাদের মতই একজন মানুষ দেখি; (তুমি আল্লাহর রসূল কিরূপে হইতে পার?) এবং তোমার তাবেদার এমন ব্যক্তিগণকেই দেখিতেছি, যাহারা নগণ্য নিম্ন শ্রেণীর; (তাহাদের জ্ঞানও) ভাসা ভাসা রকমের, অধিকন্ত তোমাদের মধ্যে আমাদের অপেক্ষা কোন বৈশিষ্ট্য দেখিতেছি না। (তুমি রসূল নও,) বরং তোমাদিগকে আমরা মিথ্যাবাদীই মনে করি।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ـ

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে আমার জাতি! বল ত দেখি, যদি আমি স্বীয় পরওয়ারদেগার প্রদত্ত দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তিনি আমাকে তাঁহার বিশেষ রহমতের (নবুয়তের) ভাগী করিয়াছেন, কিন্তু; (ঐসব দলীল এবং আমার নবুয়ত হইতে) তোমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া থাকে; এমতাবস্থায় আমি কি জবরদস্তি উহা তোমাদের গলায় ঠাসিয়া দিতে পারি কি? অথচ তোমরা উহা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

وَيٰقَوْمِ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ـ

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট আমার কার্যের বিনিময়ে টাকা-পয়সা চাই না, আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট জমা থাকিবে। (নূহ (আঃ) আরও বলিলেন– তোমাদের অবাঞ্ছিত দাবী পূরণার্থ) আমি এই সকল লোককে তাড়াইতে পারিব না, যাহারা ঈমান আনিয়াছে। (যদিও তোমরা তাহাদিগকে হেয় মনে কর); কিন্তু তাহারা (ঈমানের বদৌলতে সম্মানে ও আদর-যত্নে) স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে পৌঁছিবে। (বস্তুতঃ তাহারা হেয় নহে,) কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা জ্ঞানান্ধের দল (তাই তোমরা ঐরূপ মনে করিয়া থাক)।

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ ـ

হে আমার জাতি! আমি যদি এই লোকদিগকে তাড়াইয়া দেই তবে আল্লাহর ক্রোধানল হইতে আমাকে কে রক্ষা করিতে পারিবে? তোমরা কি বুঝ না?

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

(তোমরা আমার প্রতি যে বিস্ময় প্রকাশ কর তাহা বোকামি; আমি ত বিস্ময়কর কোন দাবী করি না); আমি ত দাবী করি না যে, (আমি খোদায়ী শক্তির মালিক–) আমার হস্তে আল্লাহর সর্বস্ব। আমি এই দাবীও করি না যে, (আল্লাহর ন্যায়) সমস্ত ভূত-ভবিষ্যতের আমি খবর রাখি। আমি এই দাবীও করি নাই যে, আমি ফেরেশতা। আর তোমরা যেসব মুমিনকে হেয় মনে করিয়া থাক, তোমাদের ন্যায় আমিও তাহাদের সম্পর্কে বলিব যে, আল্লাহ তাহাদিগকে কল্যাণ দান করিবেন না– আমি এইরূপ বলিতে পারিব না। তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহ জ্ঞাত আছেন, তদনুপাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিবেন। এমতাবস্থায় আমি যদি ঐরূপ কথা বলি, তবে আমিও তোমাদের ন্যায় অন্যায়কারীদের একজন হইয়া যাইব।

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

(কাফেররা বলিল,) হে নূহ! তুমি তর্কে লিপ্ত হইয়াছ এবং অধিক তর্ক করিতেছ। সত্যবাদী হইলে তর্ক ছাড়িয়া যে আযাবের ভয় দেখাইতেছ উহা আমাদের উপর নিয়া আস।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

নূহ (আঃ) বলিলেন, আযাব নিয়া আসিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা যদি তাঁহার মর্জি হয় এবং উহাকে ঠেকাইবার শক্তি তোমাদের নাই। (নূহ (আঃ) তাহাদের প্রতি আক্ষেপ-অনুতাপ প্রকাশে) আরও বলিলেন, তোমাদের জন্য আমি যতই কল্যাণ কামনা করি, আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে না, যদি আল্লাহ তোমাদিগকে গোমরাহীর মধ্যে থাকিতে দেন। (অর্থাৎ তোমরা স্বেচ্ছায় গোমরাহীর উপর থাকিতে বদ্ধপরিকর হও– সে অবস্থায় সাধারণতঃ আল্লাহ তাআলা বল প্রয়োগ করিবেন না।) তিনি তোমাদের পরওয়ারদেগার, মালিক। তাঁহারই নিকট তোমরা (হিসাব দেওয়ার জন্য) ফিরিয়া যাইবে (তিনি হিসাব নিকাশ লইবেন।)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ - قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَىَّ اِجْرَامِىْ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ -

(হে মুহাম্মদ (সঃ)! নূহের কওমের ন্যায় মক্কার কোরায়শরাও মিথ্যায় লিপ্ত।) কি আশ্চর্য যে, তাহারা বলিতেছে, মুহাম্মদ কোরআন নিজেই গড়িয়াছে। আপনি বলিয়া দিন, যদি আমি গড়িয়া থাকি তবে আমার অপরাধের শাস্তি আমাকে ভুগিতে হইবে। আর (তোমরা যে মিথ্যা বল সেই পাপ তোমরা ভুগিবে,) আমি তোমাদের পাপের দায়ী হইব না।

وَاُوْحِىَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

(নূহের কওম সীমা অতিক্রম করিলে আযাব ঘনাইয়া আসিল।) এবং নূহকে অহী মারফত জ্ঞাত করান হইল যে, এ পর্যন্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত আপনার কওমের আর কেহ ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহাদের কার্য কলাপে আপনি দুঃখিত হইবেন না। (আশার বিপরীত অবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়; আশা না থাকিলে দুঃখ হইবে না।)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ -

আপনি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আদেশানুসারে একটি জাহাজ নির্মাণ করুন। জালেমদের সম্পর্কে আমার নিকট মুখও খুলিবেন না; তাহারা অবশ্যই ডুবিয়া মরিবে।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ -

নূহ (আঃ) জাহাজ তৈয়ার আরম্ভ করিলেন, তাঁহার কওমের সর্দার লোকেরা যখনই জাহাজের নিকট দিয়া গমন করিত, উহা সম্পর্কে নানারূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। নূহ (আঃ) বলিতেন, তোমরা যদি আমাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (ভালবাস তবে) কর; একদিন আমরাও তোমাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিব, যেরূপ তোমরা করিতেছ।

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ - حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ -

অচিরেই উপলব্ধি করিবে, কাহার উপর আসে অপদস্থকারী আযাব এবং কাহার উপর পতিত হয় স্থায়ী আযাব। অবশেষে যখন আমার (আযাবের) আদেশ হইল এবং মাটি ফাটিয়া পানি উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তখন আমি নূহ (আঃ)-কে বলিলাম, প্রতিটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় জাহাজে উঠাইয়া লউন এবং এমন ব্যক্তি, যাহার সম্পর্কে (কুফরীর দরুন) পূর্বাহ্নেই (ধ্বংসের) আদেশ রহিয়াছে, সে ব্যতীত আপনার পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য ঈমানদারগণকে উঠাইয়া লউন। নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে অল্প সংখ্যকই ঈমানদার ছিল।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

নূহ (আঃ) সঙ্গীদেরকে বলিলেন, জাহাজে আরোহণ কর (আশঙ্কা নাই), আল্লাহর নামেই ইহার গতি ও স্থিতি। (তিনি হেফাযত করিবেন। গোনাহের দরুন আশঙ্কা হয়, কিন্তু নিশ্চয়) আমার পরওয়ারদেগার দয়াবান ও ক্ষমাকারী।

وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ - وَنَادٰى نُوْحُ نِ ابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ -

জাহাজ তাঁহাদেরকে লইয়া চলিতে লাগিল পাহাড় সমতুল্য ঢেউয়ের মধ্যে। নূহের এক পুত্র জাহাজ হইতে দূরে ছিল। নূহ (আঃ) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে স্নেহের পুত্র! আমাদের সঙ্গে আস; কাফেরদের সঙ্গে থাকিও না।

قَالَ سَاٰوِىْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ -

পুত্র উত্তর করিল, এখনই আমি পাহাড়ে আশ্রয় লইতেছি, পাহাড় আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে। নূহ (আঃ) বলিলেন, আজ আল্লাহর আযাব হইতে কেহই রক্ষা পাইবে না, অবশ্য যাহাকে আল্লাহ রক্ষা করিবেন। ইতিমধ্যেই একটি বিরাট তরঙ্গ আসিয়া উভয়ের মধ্যে অন্তরায় হইল, পুত্র ডুবিয়া গেল।

وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(কাফেররা ডুবিয়া মরিল) এবং (আল্লাহর তরফ হইতে) আদেশ হইল, হে যমীন! শোষণ করিয়া লও তোমার উদগত পানি এবং হে আকাশ! বর্ষণ বন্ধ কর। পানি কমিল এবং দুর্যোগের অবসান হইল; জাহাজ "জুদী" পর্বতের উপর থামিল। আল্লাহর আদেশ ছিল, স্বৈরাচারীর দল চিরতরে ধ্বংস হউক (তাহাই ঘটিয়া গেল)।

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ـ

নূহ (আঃ) (পুত্রের ধ্বংস নিকটবর্তী দেখাকালে) স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে প্রভু! আমার ছেলে ত আমার পরিবারেরই একজন এবং আপনার ওয়াদা একান্ত সত্য; আপনি সর্বশক্তিমান, সর্বোপরি এখতিয়ারের মালিক (আমার ছেলেকে রক্ষার ব্যবস্থা আপনি করিতে পারেন)।

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ـ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ـ

আল্লাহ বলিলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। নিশ্চয় সে তোমার আদর্শের বিপরীত– অসৎ কর্মপরায়ণ (সে ধ্বংস হইবেই)। অতএব, যে বিষয় তুমি অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট দরখাস্ত করিও না। আমি তোমাকে নসীহত করি, অজ্ঞ লোকদের ন্যায় কার্য করিও না।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاِلَّا تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

নূহ (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, আর যেন আপনার নিকট দরখাস্ত না জানাই যে বিষয়ে আমি অজ্ঞ এবং (অতীতের ত্রুটি) যদি আপনি আমাকে মার্জনা না করেন, আমার প্রতি দয়া না করেন তবে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের একজন হইয়া যাইব।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

(অবশেষে) অনুমতি আসিল– হে নূহ! অবতরণ করুন শান্তি হউক এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ হউক– আপনার উপর এবং আপনার সঙ্গীদলের উপর। পক্ষান্তরে (পরবর্তীদের মধ্যে) একটি এমন দলও হইবে যাহাদিগকে আমি উপস্থিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করিব, অতপর তাহাদের উপর আমার তরফ হইতে পৌছিবে ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব। (পারা– ১২; রুকু– ৩-৪)

নূহ আলাইহিস সালামের কওম– যাহারা আল্লাহদ্রোহী কাফের ছিল, তাহারা সকলেই প্লাবনে হালাক হইল। একমাত্র হযরত নূহ (আঃ) ও এক স্ত্রী, এক পুত্র ব্যতীত তাঁহার পরিবার এবং তাঁহার নগণ্য সংখ্যক সঙ্গী মোমেনগণই জাহাজের মধ্যে থাকিয়া আল্লাহর রহমতে নাজাত পাইলেন। আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে ফরমাইয়াছেন– وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ـ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ

নূহ আমার নিকট ফরিয়াদ করিয়াছিলেন; আমি উত্তম সাড়া দিয়াছিলাম। (বিদ্রোহীদের হালাক করিয়া)

তাঁহাকে এবং তাঁহার (মো'মিন) পরিবারবর্গকে (আযাবের) ভয়াবহতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ـ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ـ وَاِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

এরপর একমাত্র তাঁহার বংশধরকেই ধরাপৃষ্ঠে বাকী রাখিয়াছি এবং তাঁহার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এই কথা রাখিয়া দিলাম–"সালাম নূহের প্রতি বিশ্ব মানবের মধ্যে।" আমি নেক বান্দাদেরকে এইরূপেই পুরস্কৃত করি। (পারা– ২৩; রুকু– ৭)

নূহ আলাইহিস সালামের তুফান সমগ্র বিশ্বে হইয়াছিল না শুধুমাত্র তাঁহাদের এলাকায় হইয়াছিল; এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। অবশ্য ইহাও সুস্পষ্ট যে, তখন দুনিয়ার প্রাথমিক জীবন; নূহ আলাইহিস সালামের অঞ্চল ব্যতীত কোথাও জন-মানবের বসবাস ছিল না বলিয়াই বিশ্বাস। অতএব, তৎকালীন ভূ পৃষ্ঠের সমস্ত কাফেরই যে সেই তুফানে হালাক হইয়াছিল ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। হযরত নূহের যে বদ দোয়ার ফলে এই তুফান আসিয়াছিল, পবিত্র কোরআনে সেই বদ দোয়া সকল কাফের সম্পর্কে ব্যাপক আকারেই বর্ণনা করা হইয়াছে– وَقَالَ نُوْحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

"নূহ (আঃ) ফরিয়াদ করিলেন– হে পরওয়ারদেগার! ভূপৃষ্ঠে কাফেরদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাঁচিয়া থাকিতে দিবেন না। (সূরা নূহ ঃ পারা– ২৯)

নূহ (আঃ) ও তাঁহার উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে "সূরা নূহ" নামে একটি বিশেষ সূরা রহিয়াছে। উহার শুধু অনুবাদ পেশ করা হইল

তর্জমা সূরা নূহ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) আমি নূহকে তাঁহার জাতির প্রতি রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম। (তাঁহাকে আমি আদেশ করিয়াছিলাম,) আপনি আপনার জাতিকে (কর্মফলের দরুন) তাহাদের উপর ভয়াবহ আযাব আসিয়া পড়ার পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিন। সে মতে নূহ (আঃ) জাতিকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করিয়া বলিতেছি, তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর (দেব-দেবীর পূজা ছাড়িয়া দাও) এবং আল্লাহর ভয়-ভক্তি সর্বদা দেলে জাগরূক রাখ আর আমার কথা মানিয়া চল; আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং নির্দিষ্ট সময় তথা আয়ুষ্কাল পর্যন্ত (শান্তিতে) দিন কাটাইতে দিবেন। নিশ্চয় জানিয়া রাখ, মৃত্যুর জন্য আল্লাহর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে (মৃত্যু আসিতে) একটুও বিলম্ব হইবে না। এই সব বিষয় যদি তোমরা ভালরূপে উপলব্ধি করিয়া লও তবে তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

(দীর্ঘ দিন এইরূপ আহ্বানের পর) নূহ (আঃ) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার জাতিকে দিবারাত্র সৎপথের দিকে আহ্বান জানাইলাম, কিন্তু আমার আহ্বান তাহাদের পক্ষে অধিক দূরে সরিয়া পড়ার কারণই হইয়াছে। এমনকি যখনই আমি তাহাদিগকে তাহাদের গোনাহ মাফ হওয়ার ব্যবস্থা তথা ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছি তখন তাহারা নিজেদের কুর্ণ কুহরে আঙ্গুল ঠাসিয়া রাখিয়াছে (আমার কথা শোনে নাই) এবং কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে (আমি যেন তাহাদের নজরেও না পড়ি) এবং নিজেদের রীতি-নীতির উপর অধিক বদ্ধপরিকর হইয়াছে অহঙ্কার গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এতদসত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছি প্রকাশ্যভাবে, পুনঃ পুনঃ আহ্বান জানাইয়াছি গোপনে গোপনে। আমি তাহাদিগকে এতদূর বুঝাইয়াছি যে, তোমরা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি অতি বড় ক্ষমাশীল। (তোমরা গোনাহ হইতে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পরওয়াবদেগার তোমাদের গোনাহ মাফ করিবেন এবং তোমাদের